CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 May 2022 ■ আগরতলা ২৪ মে, ২০২২ ইং ■ ৯ জৈষ্ঠ্য ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উপনির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু

মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রার্থী নিয়ে বিজেপির সভা, সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠকেও রণকৌশল নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। রাজ্যে চারটি বিধানসভা আসন শূন্য হয়ে আছে। চারটিতে উপনির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই উপনির্বাচনের নির্ঘন্ট যদিও এখনও পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়নি, তারপরও দলগুলির তরফ থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে।

রাজ্যে উপনির্বাচনে ৮ নম্বর টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা। সংসদীয় নিয়ম মেনে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচনে জয়ী হতে হবে। বর্তমানে ত্রিপুরায় ৪টি বিধানসভা আসন শূন্য রয়েছে। ফলে, ওই চারটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। আজ মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা ইঙ্গিত দিয়েছেন, ৮ নম্বর টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রের তিনি বাসিন্দা। স্বাভাবিকভাবে ওই কেন্দ্রেই প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে, দলের সিদ্ধান্ত মেনেই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

প্রসঙ্গত, আজ সোমবার আগরতলায় বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে রাজ্য কমিটির সমস্ত পদাধিকারী এবং সমস্ত জেলায় সভাপতি ও সম্পাদকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহার পৌরহিত্যে ওই সভায় সাংগঠনিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা বলেন, প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠককে লক্ষ্য রেখে আজকের বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া, দলীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও আজকের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এদিন তিনি জানান, ত্রিপুরায় চারটি আসনে উপনির্বাচনের জন্য দল পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে। নির্বাচন দপ্তর নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করলেই দল কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়বে।তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের তরফে দিনক্ষণ ঘোষণা সম্পর্কে অবগত নন। তবে, নির্বাচন ঘোষণা হলে তিনিও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তিনি আজ সাফ জানান, দলের সিদ্ধান্তে জে কোন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি প্রস্তুত। তবে, তিনি ৮ নম্বর টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রের বাসিন্দা। তাই, ওই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার বিজেপি কার্য্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার সভাপতিত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে (বাঁয়ে) এবং সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠকও এদিন অনুষ্ঠিত হয়েছে (ডানে)। ছবি নিজস্ব।

বিজেপির যুব নেতা খুনের মামলায় পলাতক আসামী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। বিজেপির যুবমোর্চার করমছড়া মন্ডল সভাপতি হত্যার ১০ দিন পর, পুলিশ একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে সফল হয়েছে।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার গভীর রাতে কুমারঘাটে তার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে মনু থানার পুলিশ পলাতক আসামি রূপক পুরকায়স্থকে গ্রেফতার করা হয়।

তিনি বিজেপি করমছড়া মণ্ডলের একটি 'শক্তি কেন্দ্রের' ইনচার্জ ছিলেন। যুব মোর্চা মণ্ডল সভাপতি খুনের পর তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

গত ১৪ মে রাত ১০টার দিকে মনু স্কুল পাড়া এলাকায় তপন রায় ও সুকমল বিশ্বাসের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত করমছড়া যুব মোর্চার সভাপতি মিহির দাসকে হত্যা করে। অভিযুক্তদের তালিকায় রূপকের নামও ছিল। ঘটনার পর থেকে সে পলাতক ছিল। রবিবার রাতে তাকে ধরতে সক্ষম হয় মনু থানার পুলিশ। মাস্টারমাইন্ড তপন ও সুকমল সহ বাকিরা এখনও অধরা। ধারণা করা হচ্ছে, একজন আসামিকে গ্রেপ্তারের পর বাকিদের গ্রেপ্তারের ক্লু পাওয়া যাবে। সূত্র জানায়, অভিযুক্ত রূপককে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

বিষধর সাপের কামড়ে মহিলার মৃত্যু তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। সাপের কামড়ের জীবনদায়ী ওষুধগুলির স্বল্পতা রয়েছে মহাকুমা হাসপাতাল গুলোতে। বারবারই এই ওষুধের স্বল্পতার কারণে মৃত্যুর চিত্র উঠে আসে হাসপাতালগুলি থেকে। আবারো বিষাক্ত সাপের কামড়ে মৃত্যু এক মহিলার। মূলত মহকুমা হাসপাতালে সাপের কামড়ের ঔষধ না থাকার কারণেই এই মৃত্যু বলে অভিযোগ মৃতের আত্মীয়-পরিজনদের।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রাতে ঘুমের মধ্যে বিছানায় বিষাক্ত সাপ কামড় দেয় এক মহিলাকে। মৃত মহিলার নাম সুচিত্রা দেববর্মা। ঘটনা তেলিয়ামুড়ার তুই চাকমা পাড়া এলাকায়। গুরুতর অসুস্থ মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। সেখান থেকে অবস্থার অবনতি ঘটনায় রবিবার জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এদিন বিকেলে জিবিতে মৃত্যু হয় সুচিত্রা দেববর্মা নামে ওই মহিলার। পরে সোমবার ময়না তদন্ত শেষে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। পরিবারের সদস্যদের দাবি কোবড়া প্রজাতির সাপ ঘুমের মধ্যে কামড়ায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় রাজ্যবাসী নিরাপদ ভবিষ্যতের আস্থা অর্জন করেছে ঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। কিল্লা ব্লকের দশরথ দেব মেমোরিয়াল স্কুল মাঠে আজ পিএম-কিষাণ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্প সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে সুবিধাভোগী ও এলাকাবাসীর সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক বিপ্লব কুমার দেব, প্রাক্তন এমডিসি জয়কিশোর জমাতিয়া, গোমতী জেলার জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার প্রমুখ। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া বলেন, জনজাতিদের কল্যাণে রাজ্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়নের কাজ করছে সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহার নেতৃত্বে জনজাতি অংশের মানুষের সার্বিক উন্নতি হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত পরিকল্পনাগুলির সঠিক বাস্তবায়নের কাজ চলছে বলেও তিনি জানান। বাগমায় রেলস্টেশনের কাজ শুরু করার জন্য তিনি রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক বিপ্লব কুমার দেব বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির সুফল রাজ্যের প্রান্তিক জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যের জাতি জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণে বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে আসছে। এই সরকার জনতার সরকার। রাজ্যের সমস্ত জনজাতিদের সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছে বর্তমান সরকার। জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ১৩০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই তার বাস্তবায়নে কাজ শুরু হবে। কাঞ্চনপুরের রিয়াং শরণার্থী সমস্যা সমাধান করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। এজন্য ৬০০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে। এই রিয়াং শরণার্থীদের জন্য শিক্ষা, বাসস্থান, বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ২ লক্ষ ২৮ হাজার ঘর নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। জল জীবন মিশন প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি বিনামূল্যে জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৫৩ শতাংশ বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আবাস, শৌচালয়, বিদ্যুৎ সংযোগ, গ্যাসের সংযোগ, কোভিড টিকাকরণ ইত্যাদি সবকিছু সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার আছে বলেই। তিনি বলেন, আগে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মদমত্ত মহিলাকে উদ্ধারে কালঘাম ছুটল পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৩ মে।। রবিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ উত্তর জেলার ধর্মনগর শহরের পদ্মপুরের লিঙ্ক রোড এলাকায় এক মদমত্ত মহিলাকে উদ্ধার করতে গিয়ে কাল ঘাম ছুটলো পুলিশের।শুধু তাই নয়,নেশায় চুর মহিলার আচরণ দেখে হতবাক সাধারণ জনগণ।সাথে আটক মুন্না সাউ নামে এক যুবক মহিলা পুলিশদের থানার ভেতরেই মারধর করে ওই মহিলা।

এতে দুজন মহিলা পুলিশ কর্মী আঘাত প্রাপ্ত হয়।ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী।তিনিও এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন।এই ঘটনায় বর্ণালী গোস্বামী জানান,এটি একটি সামাজিক অবক্ষয়,সমাজের নিম্নমুখী একটা মানসিকতা।এই সমস্যা সমাধানে সমাজের সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি মনে করছেন,মহিলার সাথে খারাপ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এই ঘটনাটি কে বা কারা ঘটিয়েছে।জনবহুল এলাকা হওয়ায় মহিলাটি আজ রক্ষা পেলো। এদিকে মহিলাকে অনেক চেষ্টার পর পুলিশের সহযোগিতায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানে মদমত্ত মহিলার চিকিৎসা চলছে। সাথে ধর্মনগর থানায় আটক করে রাখা হয়েছে যুবক মুন্না সাউকে।খবর লেখা পর্যন্ত তাদের পরিবারের কেউ থানায় যোগাযোগ করতে আসেনি।

নেশা কারবারে জড়িত পুলিশ ইনস্পেক্টর সহ গ্রেফতার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ মে।। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ডাক দিয়েছিলেন ২০১৮ সালে। তারপর থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন জায়গায় নেশা বিরোধী অভিযান।

কিন্তু দীর্ঘ চার বছরেরও বেশি সময় ধরে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়া সম্ভব হয়নি। যদিও নেশা বাণিজ্যে কিছুটা রাশ টানা সম্ভব হয়েছে। তবে সমূলে এই নেশা বাণিজ্যকে কেন স্থগিত করা যাচ্ছে না সেটাই প্রশ্ন ছিল সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের মধ্যে। তবে এবার এই নেশার বাণিজ্যে উঠে এলো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবীতে বড়জলায় অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আগরতলা পুরো নিগমের রামনগর পুলিশ ফাঁড়ির অধীনে থাকা টিআরটিসি গ্যারেজের সামনে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে আগরতলা এয়ারপোর্ট এর মত একটি ব্যস্ততম রাস্তা অবরোধ করে এলাকাবাসী। সোমবার দিনের ব্যস্ততম সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধের ফলে রাস্তার দুদিকে আটকে পড়ে যান বাহন। বিপাকে পড়েন বিমান যাত্রী সহ অনেকেই। দীর্ঘ ক্ষণ ধরে অবরোধ চলার পরে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। পরবর্তী সময়ে ৪ বরজলা বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতির নেতৃত্বে অবরোধ মুক্ত হয় রাস্তা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি মনিপুরী পাড়া থেকে আচার্য পাড়া পর্যন্ত রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় দীর্ঘ দিন ধরে পড়ে রয়েছে। এই রাস্তার কারণে কোন যানবাহন চলাচল করে না। বৃষ্টিতে কাদা হয়ে চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে সড়কটি। বহুবার রাস্তা সংস্কার করে দেওয়ার দাবি জানানো হলেও কোন সদুত্তর মেলেনি। তাই বাধ্য হয়ে সড়ক অবরোধ করা হয়।

এদিকে মন্ডল সভাপতি জানান এই রাস্তার বিষয় নিয়ে কথা বলা হয়েছে চিফ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার , আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এবং ৪ বরজলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডক্টর দিলীপ দাস এর সঙ্গে। এদিকে মণ্ডল সভাপতির আশ্বাসে রাস্তা অবরোধ মুক্ত হলেও স্থানীয়রা বসে থাকেননি। এদিনই আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের সঙ্গে এক ডেপুটেশনে মিলিত হন স্থানীয়রা। সেখানে অতিসত্বর রাস্তাটি সংস্কার করে দেওয়ার দাবি জানান তারা। যদিও বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন পুর নিগমের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ৬ আগরতলায় কংগ্রেসের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচন। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তাদের শক্তিরমহড়া নিয়ে রাস্তায় বের হচ্ছে প্রতিনিয়ত। যেখানে শাসক দল একটুকরো জমি ছাড়তে নারাজ, ঠিক সেই জায়গাতেই শেষ টুকরো জমির জন্য লড়াই করছে প্রত্যেকটি বিরোধী দল। প্রায় তিন বছর বামেদের ২৫ বছরের সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর ঘরবন্দী ছিল বাম সংগঠনগুলো।

সেখানে কংগ্রেস দলের তেমন কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায়নি এতদিন। তবে নির্বাচন যত এগিয়ে বিরোধীরা ততোই সুর চড়াচ্ছে শাসকের বিরুদ্ধে। প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক যিনি আবার সংস্কারপন্থী বিধায়কের নামেও পরিচিত ছিলেন, তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক দূর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু, গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ তেলিয়ামুড়া, ২৩ মে।। সোমবার আবারো দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো রাস্তারমাতাস্থিত গকুলনগর এলাকার যুবক কমল দেবনাথ বয়স (২২), বাবা শংকর দেবনাথ, বাড়ি গকুলনগর এলাকায়। ঘটনা সুত্রে জানা যায় কমল দেবনাথ টিআর ০১ এ জে ৮৯৪৬ নম্বরের বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমতলী বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় আসতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানাযায় আমতলী বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় নাকাবন্দি লাগিয়ে বসেছিল আমতলী থানার পুলিশ। বাইক চালক কমল দেবনাথের মাথায় হেলমেট না থাকায় দ্রুত গতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টিআর০১ ই ৩৯৮৮ নম্বরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অমরপুরে বিজেপির পার্টি অফিস ভাঙচুর করল দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। অমরপুরের পাহাড়পুর বাজারে শাসক দল বিজেপির পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। শাসক দলের পার্টি অফিস ভাঙচুর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে বীরগঞ্জ থানা একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

তবে এই ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারে কোনো সংবাদ নেই। স্থানীয় একটি সূত্রে জানা গেছে তিস্তা মথা দলের কিছু উশৃংখল সদস্য এই ঘটনা সংঘটিত করেছে। তবে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ পুলিশের কাছে নেই বলে জানিয়েছে। শাসক দল বিজেপির পার্টি অফিস ভাঙচুর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাহাড়পুর বাজার সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলোতে রাজনৈতিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

ফের যেকোনো সময় রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠত হতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। খোঁজখবর নিয়ে যতদূর জানা গেছে পাহাড়পুর সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে বিজেপি যাতে তাদের সাংগঠনিক কার্যকলাপ চালাতে না পারে সেজন্যই এ ধরনের কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছে। শাসক দলের পার্টি অফিস ভাঙচুরের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

বর্তমান সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন ঃ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। কেন্দ্রীয় সড়ক, পরিবহন ও মহাসড়ক এবং বেসামরিক বিমান চলাচলের প্রতিমন্ত্রী জেনারেল ভি কে সিং (অবসরপ্রাপ্ত), সোমবার ত্রিপুরা সরকার এবং এনএইচআইডিসিএল-এর আধিকারিকদের সাথে আগরতলা শহরের একটি বেসরকারী হোটেলে হাইওয়ে নির্মাণের বিষয়ে একটি বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন।

এর পরে, এমওএস জেনারেল ভি কে সিং জাতীয় মহাসড়ক-০৮-এর চলমান কাজ পরিদর্শন করেন। সোমবার বিকেলে আমবাসায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন। সাংসদ রেবতী ত্রিপুরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যে ০৮ এবং ২০৮ নং জাতীয় মহাসড়কের কাজ চলমান রয়েছে এবং যাত্রীদের কিছু অসুবিধা অব্যাহত রয়েছে যার ফলে দ্রুত কাজ শেষ করার দাবি উঠছে।

তিনি ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় সড়ক-০৮-এর চামালছড়ী এলাকায় কাজের সাইট পরিদর্শন করেন। তার পরিদর্শনকালে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, ধলাই জেলার জেলা শাসক গোভেকর ময়ুর রতিলাল, এনএইচআইডিসিএল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।একটি সংক্ষিপ্ত বিরতির পরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে একটি হাই প্রোফাইল বৈঠক করেন। সেখানে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙখল এবং শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে ভি কে সিং আধিকারিকদের কাজের গতি বাড়াতে, সমস্ত নির্দেশিকা বজায় রেখে এবং গুণমানের সাথে কঠোরভাবে সম্পর্কিত নির্দেশ দেন। বৈঠকে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা কামালপুর-আমবাসা-গন্ডাছড়া জাতীয় মহাসড়কের চলমান সমীক্ষা শেষ করার উপর জোর দেন এবং জেলা সদরে মেডিকেল কলেজের দ্রুত কাজ শেষ করার বিষয়েও আলোচনা করেন।একইসঙ্গে মানিকভান্ডার ও খোয়াই বিমানবন্দর স্থগিত করার বিষয়টিও তুলে ধরেন সাংসদ। বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জানান, আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজগুলি সম্পন্ন করার চেষ্টা করছি যদিও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অটো চালকদের মর্জিমাফিক ভাড়া আদায়, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। সোমবার সাতসকালে ধলাই জেলার আমবাসার জগন্নাথপুর এলাকায় আমবাসা গন্ডাছড়া সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় জনতা। এলাকাবাসীর অভিযোগ অটোচালকদের দৌরাত্ম্য তাদের জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। অটো চালকরা তাদের মর্জিমাফিক যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করে চলেছে। এলাকার কৃষক এবং জুমিয়ারা তাদের উৎপাদিত সামগ্রী যানবাহনের অভাবে বাজারজাত করতে পারছে না।

অটোতে করে এসব সামগ্রী নিয়ে যেতে হলে মোটা অংকের ভাড়া দাবি করা হচ্ছে। অটো চালকরা এলাকায় রীতিমতো নৈরাজ্য স্থাপন করেছে বলেও তারা অভিযোগ করেন। এলাকায় টমটম সহ অন্যান্য ছোটখাটো যানবাহনকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ। অটো চালকরা একচেটিয়াভাবে মানুষের কাছ থেকে ভাড়া আদায়ের লক্ষ্যে এ ধরনের কৌশল নিয়েছে।

অটো চালকদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এলাকার বাসিন্দারা সোমবার সকাল থেকে আমবাসা গন্ডাছড়া সড়কের জগন্নাথপুরে অবরোধ করেন। অবরোধের খবর পেয়ে আমবাসা থানার পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধ স্থলে ছুটে যান। স্থানীয় মানুষের সমস্যা সম্পর্কে তারা অবগত হন। অটোচালকদের দৌরাত্ম্য রোধ এবং এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সেই প্রতিশ্রুতি দেয় তারা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। এদিকে আচমকা আমবাসা গন্ডাছড়া সড়কের জগন্নাথপুরে সোমবার সকাল থেকে পথ অবরোধ করার ফলে অবরুদ্ধ স্থলের দু'পাশে প্রচুর সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে যাত্রীদুর্ভোগ চরমে আকার ধারণ করে।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা২৩৫ ▫ ২৪ মে ২০২২ ইং ▫ ৯ জ্যৈষ্ঠ ▫মঙ্গলবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

দায়িত্ব ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক

দায়িত্ব ও কর্তব্য শব্দটি প্রকৃতপক্ষে একে অপরের পরিপূরক। দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পরায়ণ মানুষের যারাই সুস্থ সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে। যাহারা দায়িত্ববান তাহারা নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একাংশের মানুষ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয় কিংবা দায়িত্বহীন।এই ধরনের মানসিকতার ফলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টির হইতেছে। বিষয়টির অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করিতে না পারিলে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না।যে কোনও সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বড়সড় ইস্যু হাজির হইলে সম্মিলিতভাবে আমাদের উচ্চকিত প্রতিবাদের ধরন দেখিলে মনে হয়, আমরা সকলেই বুঝি একটি আদর্শ সমাজ, আদর্শ সরকার, আদর্শ পরিবেশ চাই। ফেসবুকে আলোচনা দেখিয়া মনে হয় চারদিকে কত সৎ, আদর্শবান, নীতিনিষ্ঠ, ডিসিপ্লিনড মানুষ আছেন। তাহা হইলে চারপাশে এত নীতিহীনতার ছড়াছড়ি কেন? উন্নত সমাজ গড়িয়া উঠুক এজন্য আমাদের উদ্বেগের অন্ত নাই। কিন্তু সেজন্য আমরা নিজেরা কতটা উদ্যোগী? কী কী করিয়াছি অথবা করছি সামাজিক কোনও ইতিবাচক উৎকর্ষ নির্মাণে? নাকি শুধুই নানারকম ঘটনার নিরাপদ প্রতিবাদ করিয়া দায়িত্ব শেষ? আমরা নিজেরা নিজেদের ডিউটিগুলো ঠিকভাবে পালন করিতেছি তো? চেনাজানা লোকগুলো কি আমাদের আদৌ সিরিয়াসলি নিতেছে? নাকি আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন?

যে ডাক্তাররা রোগীকে নানারকম টেস্ট করিতে দিয়ে ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক থেকে নিয়ম করিয়া কমিশন নিয়া থাকেন, তাঁহারাও নাকি দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরুদ্ধে সরব। যে শিক্ষক স্কুলের ক্লাসের থেকে বেশি মনোযোগী হইয়া নিখুঁতভাবে পড়ান ব্যক্তিগত টিউশনে, তিনিও নাকি সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদে সরব। যে সরকারি কর্মচারী পরিষেবা দেওয়ার জন্য পাবলিকের থেকে বিনিময়ে কিছু পাইয়া থাকেন, তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন জনপ্রতিনিধিদের আচরণে। ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্যই যাঁহারা ট্যাক্স কনসালট্যান্টকে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়। যে ঠিকাদার বিকেলে বন্ধুদের আড্ডায় রাজনীতিকে চরম আক্রমণ করেন, তিনিই সকালে টেন্ডার পাওয়ার জন্য কোনও নেতা অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অফিসারকে ঘুষ দিয়া আসেন। অথচ অসংখ্য সৎ ডাক্তার, সৎ শিক্ষক, সৎ সরকারি কর্মচারী, সৎ প্রফেশনাল, সৎ ব্যবসায়ী, সৎ ইঞ্জিনিয়ার আছেন। কিন্তু যাঁহাদের জন্য এসব পেশা অথবা আইডেন্টিটির বদনাম হয়, তাঁদের বিরুদ্ধে খুব কম মানুষই মুখ খোলেন।

আমার পাড়ায় কিংবা কর্মস্থলে অথবা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যদি অনিয়ম, অন্যায়, দুর্নীতি দেখিতে পাই, আমরা সচরাচর নিঃশব্দে সেগুলি থেকে নিজেকে সরাইয়া রাখি। আমাদের চারপাশে ঘটে চলা ছোট ছোট অন্যায়, দুর্নীতির কতবার অফিসিয়ালি প্রতিকারের পথে যাই? প্রতিবাদ মানে ফিজিক্যাল এবং আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ। ফেসবুকে নয়। যাই না কেন? কারণ, আইডেন্টিফাই হয়ে যেতে আমাদের ভয় লাগে। যদি প্রভাবশালীরা আমাদের উপর অত্যাচার করে তখন কে দেখিবে? এটা একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সেটি হইল ঝামেলায় না ঢোকা। এড়াইয়া যাওয়া। আমার কী দরকার ওসবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিহ্নিত হইয়া যাওয়া? এটা সামাজিক দায় এড়িয়ে যাওয়া নয়? যাতায়াতের পথে আমরা পাবলিক প্লেসে দল বাধিয়া আড্ডাধারীদের অশালীন ভাষা হজম করি নিজেকে বাঁচাইয়া। অটো, বাস, টোটো ইত্যাদি পাবলিক ট্রান্সপোর্টের কর্মীদের দুর্বিনীত ব্যবহার মানিয়া নেই। সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করি না। কারণ, তাহাদের পিছনে রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু পাবলিকও যদি সম্মিলিতভাবেই প্রতিবাদ করে, তাহলে রাজনীতিও ভয় পাইবে। আমরা সেই উদ্যোগগুলি নিই না। আর তাই আমাদের চারপাশেই কিন্তু বড় অপরাধের বীজগুলি বাড়িতে থাকে। একক প্রতিবাদের যুগ শেষ। কিন্তু সম্মিলিত প্রতিবাদের উদ্যোগেও কেন ভাটা পড়িছে?

আমরা বাচিয়া নিয়াছি সহজ পথ। সোশ্যাল মিডিয়া। সেখানে মিডিয়া, সরকার, রাজনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা যায়। অনেকে একসঙ্গে প্রতিবাদ করা হইলে আর পৃথকভাবে চিহ্নিত হওয়ার ভয় নাই। ফেসবুকের প্রতিবাদের গুরুত্ব নাই? অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই প্রতিবাদগুলি স্বল্পমেয়াদি। কোনও একটি ঘটনার প্রতিবাদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আলোচনায় চলে আসে অন্য কোনও ইস্যু। কথা বলতে ভালোবাসা আজকের সমাজ একটি ইস্যুতেই দীর্ঘদিন থেকে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে।

সরকার দায়িত্ব পালন করিতেছে না। মিডিয়া কর্তব্য পালনে ব্যর্থ। প্রশাসন অযোগ্য। এই অভিযোগগুলি তো সারা বছর ধরিয়াই করা হয়। কিন্তু সুনাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্বটা ঠিক কী? আমরা নিজেরা কতটা সামাজিক কর্তব্যপালনে সৎ ও নিয়মনিষ্ঠ? সুযোগ পেলে কাজে ফাঁকি দিই? ঘুষ দিয়া কাজ আদায় করি? কোনওরকম অন্যায় সুযোগ সুবিধা নিইনি কখনও? স্বজনপোষণ করি? প্রকৃতপক্ষে সুনাগরিক রায় দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারেন। সেই কারণেই ছোটবেলা থেকে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে সুনাগরিক হিসাবে করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি অভিভাবকদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করা উচিত। এই দায়িত্বটুকু সঠিকভাবে পালন করিতে পারিলে ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থা বিশৃঙ্খলা ভক্ত থাকিবে। সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা করিয়া উঠিবে। সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারিনি হানাহানি কাটাকাটি মারামারি অভিজ্ঞতা সমাজ হইতে দূর হইবে।

কোভিড-পরবর্তী বিশ্বে ভারত ও জাপানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ : প্রধানমন্ত্রী

টোকিও, ২৩ মে (হি.স.): কোভিড-পরবর্তী বিশ্বে ভারত ও জাপানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টুইট করে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোয়াড শিখর সম্মেলনে যোগ দিতে সোমবার সকালেই জাপানের রাজধানী টোকিও-তে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোয়াড নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার পাশাপাশি জাপানের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। ইতিমধ্যে জাপানের বসবাসরত ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। টোকিও পৌঁছনোর পর টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কোভিড-পরবর্তী বিশ্বে ভারত ও জাপানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উভয় দেশ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একসঙ্গে আমরা একটি স্থিতিশীল এবং সুরক্ষিত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের মূল স্তম্ভ। আমি সমানভাবে আনন্দিত যে আমরা বিভিন্ন বহুপাক্ষিক ফোরামেও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি।' প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কোয়াড শিখর সম্মেলনে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে। এছাড়াও জাপানের জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন মোদী। কথা বললেন জাপানের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের সঙ্গেও।

ভারতে ১৯২.৩৮-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন, দৈনিক কোভিড-টেস্ট কমে ২.৯৪-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ২৩ মে হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯২.৩৮-কোটির মাইলফলক অতিক্রমন করল ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৬৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯২,৩৮,৪৫,৬১৫ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২২ মে সারা দিনে ভারতে ২,৯৪,৮১২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সাহিত্যে গোয়েন্দা, সব চরিত্র কাল্পনিক নয়

বিশেষ প্রতিনিধি।। গোয়েন্দা গল্প পড়তে ভালোবাসে না এমন পাঠক খুব কম পাওয়া যাবে। বিশেষ করে কিশোর পাঠকেরা গোয়েন্দা গল্পের বেশি ভক্ত। গোয়েন্দা গল্পে আমরা দেখি গোয়েন্দারা খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হয় আর অত্যন্ত সুকৌশলে বিভিন্ন অপরাধের কিনারা করে ফেলেন। দেশি-বিদেশি সাহিত্যে রয়েছে অসংখ্য বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র। প্রশ্ন হচ্ছে এইসব গোয়েন্দারা কেবল কি লেখকের কল্পনাপ্রসূত নাকি এদের সৃষ্টির পেছনে কেউ আছেন? এই নিবন্ধে তেমনি কিছু গোয়েন্দার সৃষ্টির আড়ালে থাকা ব্যক্তিকে খোঁজার চেষ্টা করা যাক। গোয়েন্দা গল্পের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় আর্থার কোনান ডায়াল সৃষ্ট গোয়েন্দা শার্লক হোমসের কথা।

কোনান ডায়ালের সৃষ্টিশৈলিতে এই চরিত্রটি এতটাই জীবন্ত হয়ে উঠেছিল যে মানুষ অপরাধের সমাধান চেয়ে শার্লক হোমসকে ২২১বি বেকার স্ট্রিটের ঠিকানায় চিঠি পাঠাত। আর্থার কোনান ডায়াল এই চরিত্র সৃষ্টিতে দুজন মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। একজন হলেন জোসেফ বেল, অন্যজন স্যার হেনরি লিটিলজন। জোসেফ বেল ছিলেন একজন শল্য চিকিৎসক। তাঁর সঙ্গে কেনান ডায়ালের পরিচয় হয় ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে। এডিনবরা রয়্যাল ইনফারমারিতে তিনি বেলের সঙ্গে কাজ করতেন। জোসেফ বেলের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। ছোটোখাটো ব্যাপার দেখে তিনি বড়ো বড়ো সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। শার্লক হোমসের চরিত্রআগাথা ক্রিস্টি সৃষ্ট বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র হল এরকুল পোয়ারো। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি এরকুল পোয়ারোকে নিয়ে লিখেছেন। এই চরিত্রটি সৃষ্টিতে তিনি শার্লক হোমস চরিত্রটি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পাশাপাশি এইডব্লিউ ম্যাসন সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র ইনস্পেকটর হ্যানেডর সঙ্গেও পোয়ারোর সাদৃশ্য রয়েছে। অগাথা ক্রিস্টি তাঁর গোয়েন্দার নামকরণ করেন দুই গোয়েন্দা চরিত্রের নামানুসারে। একজন হলেন ম্যারি বেলক লন্ডেসের এরকুল পোপু এবং অন্যজন হলেন ফ্রাঙ্ক হাওয়েল ইভান্সের মনিয়ের পোয়ারো। অগাথা ক্রিস্টি সৃষ্ট আর একটি বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র হল মিস মার্পেল। এই গোয়েন্দা চরিত্র সম্পর্কে অগাথা ক্রিসিট বলেছেন The short of old lady who would have been rather like some of my grandmotherós Ealing croniesold ladies when I have met in so many villages where I have gone to stay as a girl তবে এই মার্পেল নামটি তিনি কোথা থেকে নিয়েছেন সঠিক জানা যায় না। পেশিরভাগের মতে তিনি নামটি নিয়েছিলেন মার্পেল রেলওয়ে স্টেশন থেকে যেখানে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। অনেকের ধারনা তাঁর বোনের বাড়ির কাছাকাছি মার্পেল হলের পরিবারের থেকে তিনি নামটি নিয়েছিলেন।

রেমন্ড চ্যাডলারের সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র হল ফিলিপ মার্লো। চ্যাডলার বলেছেন তিনি এই চরিত্র কোনো একজনের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেননি। তাঁর কথায়, Marlowe just grew out of the pulp He was no one person' প্রথমে তিনি চরিত্রটির নাম দিয়েছিলেন ম্যালোরি। তবে ছোটোগল্প থেকে উপন্যাস লেখার সময় তিনি ম্যালোরির নাম বদলে রাখেন মার্লো। তিনি এই চরিত্রটির নামকরণ করেছিলেন মার্লো হাউসের নামানুসারে। ডালউইচ কলেজে পড়ার সময়ে তিনি এই মার্লো হাউসে থাকতেন। উল্লেখ্য, এলিজাবেথান লেখক ক্রিস্টোফার মার্লোর নামানুসারে এই বাড়ির নামকরণ হয় মার্লো হাউস। বিদেশি গোয়েন্দাদের ছেড়ে এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক আমাদের দেশের গোয়ান্দের দিকে। প্রথমেই আসা যাক শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশের কথায়। ব্যোমকেশ এক ভিন্নধর্মী গোয়েন্দা চরিত্র। এই গোয়েন্দা চরিত্রটি শরদিন্দু কার আদলে গড়েছেন সে ব্যাপারে সঠিক জানা যায় না। দেশ বিদেশের বহু গোয়েন্দা গল্প শরদিন্দু পড়েছেন, তাদের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছেন কিন্তু ব্যোমকেশ সৃষ্টিতে তিনি তাদের অনুকরণ করেননি। আপাদমস্তক বাঙালি করে গড়েছেন ব্যোমকেশকে। এই চরিত্রটি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গে তার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ব্যোমকেশের বর্ণিত চেহারার সঙ্গে লেখকের চরিত্রের বেশ মিল আছে। ব্যোমকেশের মতো শরদিন্দুও জ্যোতিষচর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই অনুমান করা যেতে পারে ব্যোমকেশের চরিত্রটির মধ্যে লেখকের নিজস্ব ছায়া অনেকটাই আছে। তাছাড়া শরদিন্দু ব্যোমকেশ চরিত্রটিকে তাঁর 'নিজেরই আত্মকৃতি' বলে বলেছেন। সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র হল ফেলুদা। ফেলুদার আসল নাম প্রদোষচন্দ্র মিত্র। প্রথমে পদবি ছিল মিত্র। পরে বদলে রাখেন দত্ত। গোয়েন্দা বা অপরাধমূলক গল্পের প্রতি সত্যজিৎ রায়ের ছিল খুব আগ্রহ। স্কুলজীবনেই তিনি শার্লক হোমসের সব গল্প পড়ে ফেলেছিলেন। ফেলুদা চরিত্র সৃষ্টিতে দেখা যায় শার্লক হোমসের ছায়া। ফেলুদার মুখেও বেশ কয়েকবার শার্লক হোমসের প্রশংসা শোনা যায়। ফেলুদা শার্লক হোমসকে প্রাইভেট ডিটেকটিভদের গুরু বলে খোলাখুলি মন্তব্য করেছেন। একথা আসলে সত্যজিৎ রায়ের নিজের কথা। তবে একথা ঠিক ব্যোমকেশের মতো ফেলুদার চরিত্রের মধ্যেও ছিল বাঙালীয়ানা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র হল কর্ণেল। কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার একজন অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি অফিসার। তিনি এক অদ্ভুত চরিত্রের গোয়েন্দা। তিনি প্রকৃতি প্রেমিক। অর্কিড, পাখি, প্রজাপতি, পোকামাকড় প্রভৃতির প্রতি তাঁর খুব আকর্ষণ। কেউ কেউ মনে করেণ কর্ণেল চরিত্র সৃষ্টির পেছনে এরকুল পোয়ারোর ছায়া আছে। যদিও মুস্তাফা সিরাজ সে কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন কর্ণেল চরিত্রটি সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্র। তবে চরিত্রটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। একবার হাজারদুয়ারি ঘুরতে গিয়ে তিনি এক পর্যটককে দেখেন। সিরাজের নিজের কথায়, "....মুখে সান্টা ক্লজের মতো সাদা গোঁফদাড়ি। টকটকে ফর্সা রং। পরণে প্যান্ট শার্ট। পিঠে অঁটা একটা কিট ব্যাগ। বাইনোকুলাররে দূরের কিছু দেখছিলেন। মুখ তুলতে গিয়ে টুপি খসে পড়ল আর মাথায় চকচক করে উঠল চওড়া টাক। টুপিটা কুড়িয়ে টাক ঢেকে এগিয়ে গেল একটা ধ্বস্তুপের কাছে। সেখানে ফুলে ভরা ঝোপ। গুঁড়ি মেরে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্যাপারটা রহস্যজনক।........" প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন টুরিস্টটি সাহেব। পরে তার মুখে বাংলা শুনে ভুল ভাঙে। বলাবাহুল্য এই প্রকৃতিবিদের আদলে তিনি কর্ণেলের চরিত্রটি গড়েছেন। তিনি নিজের মুখেও সেই কথা বলেছেন---"ওর মুখে বাংলা শুনে এগিয়ে গেলাম।....এই আমার কর্ণেল।" ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্টি বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র হল জগুমামা। আসল নাম জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়। তিনি পেশায় বৈজ্ঞানিক, নেশা গোয়েন্দাগিরি। এই গোয়ন্দা চরিত্রটি একেবারেই কাল্পনিক নয়। একটু খুঁটিয়ে দেখলে আমরা প্রকৃত জগুমামা সহজে খুঁজে পাবো। লেখকের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপচারিতায় জেনেছি ভাগ্নে টুকলুর গোয়েন্দা গল্পের নেশা মেটাতে লেখক নিজেই শেষমেশ গোয়েন্দা কাহিনী লেখার কথা ভাবেন। সেই মতো সৃষ্টি করেন জগুমামা চরিত্রটি। গল্পে তার সহকারী ভাগ্নে টুকলু। জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় একজন বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান ছাড়াও তার টান সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি। জগুমামার স্রষ্টা ত্রিদিবকুমার চ্যাটার্জির প্রিয় বিষয় ছিল সাইটোজেনেটিক্স। সাহিত্যের প্রতি লেখকের ভালোবাসার কথা তো আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি ইতিহাসও তাঁর প্রিয় বিষয়। আর জগুমামার গল্প উপন্যাসে আমরা এখন যে ইলাস্ট্রেশন দেখি, সেই ছবির সঙ্গে লেখকের প্রায় হুবহু মিল। তাই একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে গোয়েন্দা জগুমামা ওরফে জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় চরিত্রটি সৃষ্টির আড়ালে রয়েছেন স্রষ্টা নিজেই। ভগীরথ মিশ্রের গোয়েন্দা কাহিনীর চরিত্র হল টিটু ও মিঠু নামে দুই কিশোর। বাস্তবে টিটু লেখকের ভাইপো আর মিঠু তার ভাগ্নের নাম। পরবর্তী সময়ে লেখক এই দুই কিশোর চরিত্র বাদ দিয়ে নতুন দুই কিশোর গোয়েন্দার অবতারা করেন---ঋষি ও সুমন। পরে এর সঙ্গে যুক্ত করেন রোবট নামে একটি কিকির চরিত্র। তিনজন মিলে তিনি নামকরণ করেণ আড়াই গোয়েন্দা। ঋষি, সুমন আর রোবট অর্ধেক। লেখক ভগীরথ মিশ্র ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' গল্পের পঞ্চু নামক কুকুরটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর গোয়েন্দা গল্পে রোবটকে ঢুকিয়েছিলেন। বাস্তবে রোবট ছিল লেখকের পোশা কুকুর। নারায়ণ সান্যাল সৃষ্ট গোয়েন্দা হল পিকে বাসু যিনি পেশায় ব্যারিস্টার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন তিনি তাঁর গল্পগুলি বিদেশি গল্পের ছায়ায় লিখেছেন। গোয়েন্দা পিকে বাসুর চরিত্রটি গড়েছেন পেরি মেসন-এর আদলে। পেরি মেসনের মতো পিকে বাসুও ছিলেন ব্যাচেলার। বিমল করের গোয়েন্দা হল কিঙ্কর কিশোর রায় সংক্ষেপে কিকিরা। কিকিরা অন্যান্য গোয়েন্দা চরিত্রের থেকে একটু আলাদা ধরনের। কিকিরার প্রথম আবির্ভাব 'কাপালিকরা এখনও আছে' নামক কিশোর উপন্যাসে। কিকিরার মধ্যে দুইজনের ছায়া আছে। একজন লেখক নিজে। অন্যজন হলেন জাদুকর শিরোমনি হুডিনি। লেখক নিজেই বলেছেন,কাপালিকরা এখনও আছে' উপন্যাসটি লেখাটি লেখার সময় জাদুকরদের শিরোমনি হুডিনির একটি জীবনী আমায় খুব প্রভাবিত করেছিল।" হুডিনি জাদুকরদের রাজা ছিলেন। আজাবীন তিনি মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করে গিয়েছিলেন। ভূত, প্রেত, আত্মা ইত্যাদির নাম করে কিছু লোক সাধারণ মানুষদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ঠকাত। হুডিনি এদের ভেল্কিবাজি বারবার ধরিয়ে দিয়েছেন। কিকিরা হুডিনির পরম ভক্ত। প্রথম প্রথম তিনি ম্যাজিক দেখাতেন। কিন্তু বাম হাতে সমস্যা হওয়ায় তিনি ম্যাজিক দেখানো ছেড়ে দেন। সেই অর্থে তিনি আগে ম্যাজিসিয়ান পরে গোয়েন্দা। আবার কিকিরার শারীরিক গঠন ও চারত্রিক বৈশিষ্টের সঙ্গে আমরা লেখকের বেশ কিছু সাদৃশ্যও খুঁজে পাই। যাই হোক, কিকিরাকে নিয়ে সিরিজ লেখার ইচ্ছে ছিল না লেখকের। কিন্তু পাঠকের চাহিদা মেটাতে গিয়ে তাকে একটার পর একটা গল্প লিখে যেতে হয়েছে কিকিরাকে নিয়ে।

এইভাবে আমরা যদি একটু গভীরে অনুসন্ধান করি তাহলে দেখতে পাবো বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্রগুলির আড়ালে অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবের কোনো চরিত্রের ছায়া রয়েছে। আবার অনেক সময় দেখা যায় স্রষ্টা অন্য কোনো স্রষ্টার সৃষ্টির ছায়ায় নিজের গোয়েন্দা চরিত্রটি তারি করেছেন। বাস্তবিকিই কোনো স্রষ্টা যখন কোনো চরিত্র সৃষ্টি করেন তখন তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোনো না কোনো চরিত্রকে প্রকাশ করতে চান তার চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে। ছোটোখাটো চরিত্রগুলি হয়তো সেভাবে আলোচনায় আসে না। তবে এটা অস্বীকার করা যাবে না যে সমস্ত চরিত্রগুলিই সমাজ থেকে নেওয়া। স্রষ্টার কল্পনা আর শৈল্পিক দক্ষতায় তা আলাদাভাবে প্রতিভাত হয় আমাদের সামনে।

ভাঙা সম্পর্কের জাদুঘর

সব কিছু ঠিকঠাক যাচ্ছিল না। মেয়েটা ভেবেছিল হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু হল না। এক সকালে ছেলেটা হঠাৎ জানাল, সে আর এক জনকে ভালবাসে। শুধু তা-ই নয়, সে দিনই ব্যাগপত্র গুছিয়ে চলে গেল অন্য মেয়েটির সঙ্গে থাকবে বলে। বাড়িটা ছেলেটারই, আসবাবও তারই কেনা। ছেলেটা বলে গেল, ইচ্ছে করলে মেয়েটা সেখানে থাকতে পারে। মেয়েটার হাতের কাছে একটা কুড়ুল ছিল, সেটা হাতে নিয়ে বহু আসবাব ফালাফালা করে দিল সে। কয়েকদিন পর নাকি ছেলেটা এসেছিল আর সমস্ত ভাঙা কাঠ সযত্নে গুছিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

যে কুড়ুলটা দিয়ে এই ধ্বংসলীলা হয়েছিল সেটিকে নিয়ে কী করা উচিত? জাদুঘরে রাখা উচিত? বাস্তবে তা-ই হয়েছে। যে সে জাদুঘর নয়, বিশেষ এক সংগ্রহশালা। নাম 'মিউজিয়ম অব ব্রোকেন রিলেশনশিপস' ভাঙা সম্পর্কের জাদুঘর। সেখানেই শোভা পাচ্ছে এই কুড়ুল, সঙ্গে উপরের গল্পটুকু। অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্রতীরে, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সংযোগস্থলে অবস্থিত দেশ ক্রোয়েশিয়া, তারই রাজধানী জাগ্রেব এই জাদুঘরের ঠিকানা।

চলচ্চিত্র প্রযোজক ওলিঙ্কা ভিসটিকা ও ভাস্কর দ্রাজেন গ্রুবিসিক-এর চার বছরের সম্পর্ক ভেঙে যায় ২০০৩ সালে। বিচ্ছেদের বেদনার মধ্যেই তাঁরা মজা করে বলেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা জিনিসপত্র নিয়ে একটা সংগ্রহ করলে বেশ হয়। গোড়ায় সেটা ছিল নেহাতই কথার কথা, কিন্তু বছর তিনেক পরে সত্যিই নড়েচড়ে বসেন দু'জনে। বন্ধুদের কাছে চাইতে থাকেন এমন কোনও জিনিস যার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বেশ কিছু জিনিস জুটেও গেল, আর তা প্রদর্শিত হল জাগ্রেবের এক আর্ট গ্যালারিতে। এর পর এই সংগ্রহ চলল বিশ্ব ভ্রমণে। জার্মানি, বসনিয়া, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিঙ্গাপুর, তুরস্ক, আমেরিকা, আরও বহু দেশে গেল। সমব্যথী মানুষের দানে বাড়তে থাকল সংগ্রহ সম্ভার। এক বার্লিনেই পাওয়া গেল ৩০টি নতুন জিনিস, সবই বিচ্ছেদের বেদনা মাখা। ওলিঙ্কা ও দ্রাজেন ক্রোয়েশিয়ার সংস্কৃতি মন্ত্রককে বেশ কয়েকবার আবেদনও করেছিলেন এই সংগ্রহের একটা স্থায়ী ঠিকানার জন্য। প্রতি বারই আবেদন ব্যর্থ হতে রোখ চেপে গেল ওঁদের। নিজেরাই ভাড়া করলেন জাগ্রেব শহরের ৩২০০ বর্গফুট জায়গা। ২০১০-এর অক্টোবরে সেখানেই স্থাপিত হল ক্রোয়েশিয়ার প্রথম ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জাদুঘর।

কী আছে এই জাদুঘরে? মেয়েদের এক পাটি স্টিলেটো জুতো, এক পাতা গ্যাস্ট্রাইটিসের ট্যাবলেট, একটা ভাঙা হাতঘড়ি, কফিমেকার, মেট্রোয় আঁকা কোনও দম্পতির স্কেচ, বট ওপেনার, ঘরে বানানো বর-বৌ পুতুল, মা আর ছানা-ব্যাং পুতুল, ছেঁড়া দস্তানা, আরও অসংখ্য জিনিস। বলা বাহুল্য, প্রতিটি জিনিসের সঙ্গেই জোড়া আছে এক-একটি গল্প। ভাঙা সম্পর্কের। সত্যজিৎ রায়ের গল্পে রাস্তাঘাট থেকে কুড়িয়ে আনা জিনিসের এক আজব সংগ্রহ ছিল 'বাতিক- বাবু'র। তার মধ্যে ছিল চশমার কাচ, কাচের সুরাপাত্র, ছেঁড়া দস্তানা। জাগ্রেবের এই জাদুঘর দেখলে সেই গল্পের কথা মনে পড়তে পারে। তফাত আছে অবশ্য। বাতিকবাবুর সব কিছুর সঙ্গেই আকস্মিক বা অপঘাতজনিত মৃত্যু জড়িত, তাঁর অতিপ্রাকৃত ক্ষমতায় তিনি সেই সব জিনিস দেখেই পিছনের ঘটনাটি সিনেমার মতো দেখতে পেতেন। ভাঙা সম্পর্কের জাদুঘরে সবই নিতান্ত লৌকিক। মেয়েটি থাকত আর্মেনিয়ায়। প্রতিবেশী ছেলেটির ভাল লাগত তাকে। মুখে কিছু বলতে না পেরে সে শুধু একটা পোস্টকার্ড মেয়েটির দরজা গলিয়ে ফেলে দিয়েছিল। তাও তিন বছর ধরে মেয়েটিকে ভালবাসার পর। ছেলেটির বাবা-মা এর কিছু দিন পর মেয়েটির বাড়িতে আসে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু বিধি বাম। মেয়েটির বাবা-মা কী কারণে দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দিলেন তাঁদের। সেই সন্ধ্যাতেই গাড়ি চালিয়ে পাহাড়চূড়ায় গেল ছেলেটি, গাড়ি নিয়ে ঝাঁপ দিল সেখান থেকে। সেই পোস্টকার্ডটা আছে এই সংগ্রহশালায়। সে দিনের সেই মেয়েটি সেটা জমা দিয়েছে সত্তর বছর পর!

হেলসিঙ্কির এক ভ্যালেনটাইনস ডে পার্টিতে আলাপ, আর প্রথম দর্শনেই প্রেম দু'জনের। ছেলেটির তখন দুর্দশা। নিজের কোম্পানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, গলা অবধি দেনা। সকাল-বিকেল দুটো আলাদা চাকরি করতে হচ্ছে দেনা শোধ করতে। মেয়েটির তাতে কিছু আসে যায় না। সে চলে এল ছেলেটির সঙ্গে থাকতে। এক দিন এক সঙ্গে রাতের মেট্রোয় ফিরছে, এক অচেনা ভদ্রলোক এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিলেন। ওদের দুজনের একটা স্কেচ করেছেন তিনি! স্টেশনে নেমে গেলেন, তাঁর নামটাও জানা হয়নি ওই জুটির। মেয়েটি অসম্ভব ভালবাসত ছেলেটিকে, তার জন্য সব কিছু ছাড়তে প্রস্তুত সে। গোল বাধল সেখানেই। মেয়েটি বিদেশের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার বৃত্তি পেল, কিন্তু প্রেমিককে ছেড়ে যাবে না সে। ছেলেটি অনেক বোঝাল, কিন্তু ফল শূন্য। শেষমেশ চরম পথ নিল ছেলেটি। তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে জানিয়ে দিল, তাদের সম্পর্ক শেষ। চোখের জল মুছে সেই মেয়ে চলে গেল বিদেশে। এর চার মাস পরে ছেলেটি তার কারখানায় এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হল। প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু মারাত্মক আহত হল। সেই মুহূর্তে অনুভব করল প্রেমিকা পাশে না থাকার শূন্যতা। সে মেয়েটিকে লিখল, সেরে উঠেই সে ও দেশে আসছে। ওখানেই কাজ করবে, এক সঙ্গে থাকবে তারা। মেয়েটির উত্তর এল, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। সে অন্য এক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে, এই ছেলেটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোনও ইচ্ছে তার আর নেই। না, ছেলেটিও আর যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি। হয়তো খুঁজে চলেছে সেই মেয়েটির মতো কাউকে। আর মেট্রো রেলে সেই আগন্তুকের আঁকা তাদের দু'জনের সেই স্কেচ জমা দিয়েছে এই জাদুঘরে।

সম্পর্কের অনেক রূপ, অনেক নাম। সম্পর্ক ভাঙার কারণ ও দর্শনও বিচিত্র। সব মিলিয়ে এই জাদুঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবনের এক পাঠশালা। সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞানের অনেক বইয়ের প্রায়োগিক পাঠ পাওয়া যাবে এখানে। তত্ত্ব আর তথ্যে ভরা বই অনেক সময়ই রসকষহীন, কিন্তু এই সংগ্রহশালায় পাওয়া যাবে প্রাণের পরশ।

আমস্টারডাম, ১৯৫৯। ওরা দু'জন ছিল খুব কাছের বন্ধু। এক সঙ্গে একটা খালে স্নান করতে গিয়ে কানমলা খেয়েছে। শাস্তি হিসেবে স্কুলের পুরো ছুটিটা মেয়েটাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল খিটখিটে এক পিসির সঙ্গে থাকতে। ওদের দু'জনের বয়স যখন পনেরো, তখন ছেলেটি তার বাবা-মায়ের সঙ্গে জার্মানি চলে গেল। অনেক চোখের জল ফেলে দু'জনে দু'জনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখবে। পরে, কোনও এক দিন বিয়ে করবে ওরা। তা আর হয়নি। জীবন দু'জনকে নিয়ে গিয়েছে পরস্পরের থেকে বহু দূরে। জীবনের নানা বাঁকে ঘা খেয়ে মেয়েটি তখন পেশা করেছে দেহব্যবসাকে। এক দিন এক 'অন্য রকম' খদ্দের এল তার কাছে সে পীড়িত হতে, চাবুক খেতে চায়। ছোটবেলায় তার মা তাকে জুতো দিয়ে পিষত, আর বাবা মারত চাবুক। সেই 'অনুভূতি' সে ফিরে পেতে চায়। মেয়েটি চিনতে পারে, এ তার সেই ছোটবেলার খেলার সঙ্গী। ছেলেটি এর মধ্যে দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছে। সে চায় না সেই বিয়েও ভেঙে যাক। তাই এই মেয়েটির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখতে সে আগ্রহী নয়। কিন্তু সে তাকে ভুলতেও পারবে না। তাই সে চেয়ে নেয় মেয়েটির এক পাটি স্টিলেটো জুতো। সেই জুতোও রাখা আছে এই জাদুঘরে।

'ইউরোপিয়ান মিউজিয়ম ফোরাম' ২০১১ সালে এই জাদুঘরকে দিয়েছে 'কেনেথ হাডসন' পুরস্কার। এই পুরস্কার দেওয়া হয় সেই সমস্ত সংগ্রহশালা বা প্রকল্পকে, প্রচলিত চিন্তাভাবনার বিপরীতে গিয়ে নতুন করে ভাবতে সাহায্য করেছে যারা। ২০১৬ সালে এই জাদুঘরের একটি শাখা স্থাপিত হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলসে। এই জাদুঘর সম্পর্কে ইউরোপিয়ান মিউজিয়ম ফোরাম-এর বিচারকেরা বলেছেন, এই জাদুঘর শুধু মানুষের সম্পর্কের ভঙ্গুরতার কথাই বলে না, সম্পর্ক ভাঙার পিছনে যে রাজনৈতিক সামাজিক এমনকি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত, তা নিয়েও চিন্তাভাবনায় উৎসাহিত করে। একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরের উত্তরণ ঘটেছে এখানে, এক-একটা জিনিসের মধ্য দিয়ে চিনে নেওয়া যাচ্ছে সময়বিশেষে এক-একটা দেশ বা সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলোকে। স্লোভেনিয়ার ছেলেটি মেয়েটিকে খুবই ভালবাসত, কিন্তু কখনও তাকে বিয়ের কথা বলেনি। শারীরিক সম্পর্কও হয়নি তাদের মধ্যে। রোজই সে মেয়েটিকে কোনও উপহার দিত, ছোটখাটো কিছু। যেমন একটা চাবি, একটা বট ওপেনার। দুটোই মিনিয়েচার, আর ব্রোঞ্জের তৈরি। মেয়েটির আজ মনে হয়, সেই চাবিটা তার হৃদয়ের দরজা খোলার চাবি, আর বট ওপেনারটা তার মাথা ঘুরে যাওয়ার প্রতীক। ছেলেটি যে তাকে কত ভালবাসত, মেয়েটি বুঝতে পারে অনেক পরে। খবর এসেছিল, ছেলেটি মারা গিয়েছে এডস-এ। অনেক অনুরোধ-উপরোধ, অভিমান সত্ত্বেও মেয়েটির সঙ্গে সে কারণেই শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেনি সে। আদর্শ সম্পর্কের সংজ্ঞা কী? কেউ বোধহয় তা ঠিক বলতে পারবেন না, কারণ সংজ্ঞার গণ্ডিতে তাকে বাঁধা যায় না। আদর্শ সম্পর্কের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য জানতে চাইলে অনেকেই অনেক কিছু বলবেন। একটা কথা সবাই বলে থাকেন, দু'জনের সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা থাকা দরকার। অনেকেই আক্ষেপ করেছেন, ব্যক্তিজীবনে তাঁরা সেই স্বচ্ছতা অর্জন করতে পারেননি, সব কথা অন্যকে বলতে পারেননি। টোকিয়োর এক জুটির মত অবশ্য ভিন্ন।

ছেলেটি ছিল মুখচোরা, মেয়েটিকে ভাল লাগা সত্ত্বেও বলতে পারেনি। এক বড়দিনের ভোরে সে দেখে তার বালিশের নীচে একটা চিঠি, যা লেখা হয়েছে একটি ছবির বইয়ের প্রথম পাতায়। তারা প্রতিবেশী। মেয়েটি তখন এক মুখ দুষ্টু হাসি নিয়ে এসে উপস্থিত। ছেলেটি ভীষণ খুশি। কত কিছু বলার আছে, কিন্তু বলতে পারেনি। আজ মেয়েটি সেই বরফ গলিয়েছে। দারুণ জমে উঠল সেই প্রেম। প্রচুর গল্প, বিস্তর আড্ডা। কিন্তু রংমশাল যেমন দারুণ আলো ছড়িয়ে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়, সেই প্রেমও তেমনই নিভে এল। দু'জনে দু'জনের কাছে কোনও দেওয়াল রাখেনি, একে অন্যকে বড় বেশি জেনে ফেলেছিল। আগ্রহও উবে গিয়েছিল তাই। বিচ্ছেদের অনেক পরে সেই ছবির বই আর চিঠিটা সেই ছেলে জমা দিয়েছে এই জাদুঘরে এই বইটা আজও তাকে কষ্ট দেয়। নীচে লিখেছে, 'বিদায় প্রথম প্রেম, স্বাগত মহাপৃথিবী।' সম্পর্কের অনেক নাম, অনেক রূপ। এখানে শুধু প্রণয়সম্পর্কের কথাই বলা নেই। একটা সুন্দর পুতুল রয়েছে, মা ব্যাং ছানা ব্যাংক কোলে নিয়ে বসে আছে। তার তলায় লেখা, 'এই পুতুলটা মা আমাকে দিয়েছিল বড়দিনে। আমার তিন বছর বয়সে মা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

তাইওয়ানে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমেরিকা : বাইডেনের অঙ্গীকারে পাল্টা হুমকি চিনের

টোকিও, ২৩ মে (হি.স.) : কোয়াড সম্মেলনে যোগ দিতে জাপান পৌঁছেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আর সেখানে গিয়েই চিনকে কড়া বার্তা দিলেন বাইডেন। তিনি বলেন, তাইওয়ানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমেরিকা। এদিকে, বাইডেনের সতর্কতার পর চিনের পক্ষ থেকে থেকে বলা হয়েছে, তাইওয়ান ইস্যুতে তারা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে প্রস্তুত।

সম্প্রতি তাইওয়ান ঘিরে চিনা গতিবিধি বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে চিন তাইওয়ান দখল করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, 'চিন ছিনিমিনি খেলায় মেতেছে। তাইওয়ান যদি তাইওয়ান দখলের পথে হাঁটে তাহলে যুক্তরাষ্ট্র সেই দ্বীপ রক্ষা করবে। আমরা এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

সাংবাদিকদের বাইডেন বলেন, 'আমরা এক চিন নীতির সাথে একমত হয়েছি, আমরা এতে স্বাক্ষর করেছি। তবে তাইওয়ানকে যে জোর করে দখল করা যেতে পারে, এই ধারণা ঠিক নয়। এটি সমগ্র অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলবে এবং ইউক্রেনে যা ঘটেছে, এখানেও তাই হবে।' ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বাইডেন বলেন, 'ইউক্রেনে বর্বরতার জন্য পুতিনকে মূল্য দিতে হবে। এই দিকে নজর রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকে চিন তাহলে কী বার্তা পাচ্ছে... তারা তাইওয়ানকে জোর করে দখল করতে পারবে? আমার মনে হয় তাইওয়ান দখল করবে না চিন। তবে বাকি বিশ্ব কত কঠিন বার্তা দিতে পারে তার ওপর নির্ভর করছে এটা।'

এদিকে বাইডেনের সতর্কতার পর চিনের পক্ষ থেকে থেকে বলা হয়েছে, তাইওয়ান ইস্যুতে তারা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে প্রস্তুত। সোমবার চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন সাংবাদিকদের বলেন, 'জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় চিনা জনগণের দৃঢ় সংকল্প, ইচ্ছাশক্তি এবং ক্ষমতাকে কারোরই অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়।'-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

এনইসি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর, বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা

টোকিও, ২৩ মে (হি.স.) : জাপানের রাজধানী টোকিও-তে এনইসি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নোবুহিরো এন্ডোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী জানিয়েছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টোকিও-তে এনইসি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নোবুহিরো এন্ডোর সঙ্গে দেখা করেছেন। ভারতের টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরে এনইসি-র ভূমিকার প্রশংসার পাশাপাশি ভারতে নতুন এবং উদীয়মান প্রযুক্তির সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা।

বিদেশমন্ত্রক আরও জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ভারতের টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরে, বিশেষ করে চেন্নাই-আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং কোচি-লাক্ষদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ ওএফসি প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়ার ক্ষেত্রে এনইসি-র ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। তিনি প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ স্কিমের অধীনে বিনিয়োগের সুযোগগুলিও তুলে ধরেন। উভয়ে শিল্পোন্নয়ন, কর এবং শ্রম-সহ ভারতে ব্যবসা সহজ করার জন্য গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার নিয়ে আলোচনা করেছেন।'

আস্থা, স্বচ্ছতা ও সময়োপযোগিতা হল মূল চাবিকাঠি : প্রধানমন্ত্রী

টোকিও, ২৩ মে (হি.স.): ভারত একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নমনীয় ইন্দো-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক ফ্রেমওয়ার্কের জন্য কাজ করবে। জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আস্থা, স্বচ্ছতা এবং সময়োপযোগিতা হল মূল চাবিকাঠি। সোমবার জাপানের

রাজধানী টোকিও-তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা এবং মার্কিন বিদেশ মন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ইন্দো-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এদিন মোদী বলেছেন, ভারত একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নমনীয় ইন্দো-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক ফ্রেমওয়ার্কের জন্য কাজ করবে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা বলেছেন, আমেরিকা এবং আঞ্চলিক অংশীদারদের সহযোগিতায় ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের স্থিতিশীল সমৃদ্ধিতে অবদান রাখছে জাপান। টোকিও-তে এদিন ইন্দো-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক উন্মোচিত করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেন, আমরা একবিংশ শতাব্দীর অর্থনীতির জন্য নতুন নিয়ম লিখছি।

বিশ্বের মধ্যে প্রথম, বেলজিয়ামে মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হলেই ২১ দিনের নিভৃতবাস

ব্রাসেলস, ২৩ মে (হি.স.): বিশ্বের মধ্যেই এই প্রথম, 'মাঙ্কিপক্স'-এ আক্রান্তদের জন্য ২১ দিনের নিভৃতবাস বাধ্যতামূলক করেছে বেলজিয়াম। টুইটারে সে দেশের কোভিড নাইন্টিন সংক্রান্ত জাতীয় গবেষণাগারের প্রধান ইমানুয়েল আন্দ্রে জানিয়েছেন, দেশে এ পর্যন্ত চারজন মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত। গুটিবসন্ত গোত্রের এই ব্যাধিতে, ত্বকের ওপর ফেঁড়ার মত ক্ষত, জ্বর, মাথা ব্যাথা এবং গা-হাত পায়ে ব্যাথার মত লক্ষ্মণ দেখা দেয়। তবে এর মারণক্ষমতা, গুটিবসন্তের থেকে কম। সাধারণত আফ্রিকা মহাদেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হলেও, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই বিশ্বের ১৫টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে মাঙ্কিপক্স।

বিপ্লব দেবকে ভিআইপি সুবিধা মুখ্যসচিবকে চিঠি সুদীপের

আগরতলা, ২৩ মে : মুখ্যমন্ত্রী পদে বিপ্লব দেবের পদত্যাগের পরও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীর সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছেন বিধায়ক তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সম্প্রতি কংগ্রেস ভবনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে জড়িয়ে কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মণ হুশিয়ারি দিয়েছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা পর বিপ্লব দেব ভিআইপি সুবিধা নেওয়ায় তিনি আদালতে দ্বারস্থ হবেন। এই হুশিয়ারি ২৪ ঘন্টার মধ্যে শ্রীবর্মণ বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন অবিলম্বে বিপ্লব দেবকে নিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যে ভিআইপি সুবিধা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে তার দিকে নজর দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের।

মাঙ্কিপক্স মোকাবিলায় মুম্বই বিমানবন্দরে স্ক্রিনিং, আইসলেশনের জন্য আলাদা ওয়ার্ড

মুম্বই, ২৩ মে (হি.স.) : বেশকিছু দেশে ক্রমশই বাড়ছে মাঙ্কিপক্সে আক্রান্তের সংখ্যা। তাই মাঙ্কিপক্স ঠেকাতে আগে থেকেই বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে বৃহন্মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। সোমবার থেকেই মুম্বই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিমানে আসা যাত্রীদের স্ক্রিনিং করতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে যাঁদের সামান্য কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাঁদের কস্তুরবা হাসপাতালে ২৮টি শয্যার আলাদা ওয়ার্ডও তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে উপসর্গ রয়েছে এমন ব্যক্তিদের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজিতে।

এক দেশ থেকে আরেক দেশে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে মাঙ্কি পক্সের প্রভাব। এই পরিস্থিতিতে ভারতে যাতে মাঙ্কি পক্স ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য চালানো হচ্ছে নজরদারি। মাঙ্কি পক্স রুখতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে বেশ কিছু নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ফের দিগরখাল চেকগেটে আটক অবৈধ সার বোঝাই ট্রাক

দিগরখাল (অসম), ২৩ মে (হি.স.) : বেআইনিভাবে সার বোঝাই করে বরাক উপত্যকায় প্রবেশের পথে দিগরখাল ত্রিস্তরীয় কমপ্যাক্ট চেক-কর্মীদের হাতে ফের আটক হয়েছে একটি ট্রাক। চলমান ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে সার পাচার সিন্ডিক্যাট চক্র তাদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। বস্তুত কাছাড় পুলিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অবৈধ কারবারে মেতে উঠেছে সিন্ডিক্যাট চক্র। আজ সোমবার সাকলে দিগরখাল চেকগেটে পরিবহণ বিভাগের রুটিন তল্লাশিতে ধরা পড়ে এএস ১৯ এসি ২৪৮৫ নম্বরের সার বোঝাই ট্রাকটি। গুয়াহাটি থেকে আলুর বস্তার নীচে সারের বস্তা সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে পাচার করতে পুলিশকে ঠকিয়ে এলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ট্রাক থেকে পাঁচশো বস্তার বেশি সার ভর্তি বস্তা বাজেয়াপ্ত করেন দিগরখাল কমপ্যাক্ট গেটের কর্মীরা।

ট্রাকে তল্লাশি চালানোর সময় বিপদ বুঝে ট্রাক ছেড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ট্রাকের চালক, সহ-চালক এবং সার পাচারকারীরা। সার ভর্তি ট্রাকটি গুমড়া পুলিশের কাছে সমঝে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ এ সংক্রান্ত একটি মামলা নথিভুক্ত করে বেআইনি প্রক্রিয়ায় সার পাচারের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে

ইন্দো-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক উন্মোচিত, বাইডেন বললেন অর্থনীতির জন্য নয়া নিয়ম লিখছি আমরা

টোকিও, ২৩ মে (হি.স.): জাপানের রাজধানী টোকিও-তে ইন্দো-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক উন্মোচিত করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সোমবার ইন্দো-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক উন্মোচিত করার পর জো বাইডেন বলেছেন, 'বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যাই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল কভার করে, বিশ্বব্যাপী জিডিপির ৬০ শতাংশেরও বেশি। যাঁরা ভবিষ্যতে এই ফ্রেমওয়ার্কে যোগ দেবেন, তাঁরা একটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সাইনিং আপ করছেন যা আমাদের সমস্ত মানুষের জন্য সরবরাহ করবে।'

ইন্দো-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক উন্মোচিত করে জো বাইডেন আরও বলেছেন, 'ইন্দো-প্যাসিফিকের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি উন্মুক্ত ও নিরাপদ এবং সেইসঙ্গে স্থিতিস্থাপক। যেখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক। আমরা একবিংশ শতাব্দীর অর্থনীতির জন্য নতুন নিয়ম লিখছি।' অর্থনৈতিক বৃদ্ধিই মূল লক্ষ্য বলে এদিন জানান বাইডেন। হিন্দুস্থান সমাচার / রাকেশ / কাকলি

পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে গভীর নলকূপে পড়ে শিশুর মৃত্যু

হোশিয়ারপুর, ২২ মে (হি.স.) : কুকুরকে তাড়াতে গিয়ে পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে ছয় বছরের এক শিশু বোরওয়েলে পড়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে রবিবার। সেনা ও এনডিআরএফ দল ও স্থানীয় যুবকদের সহায়তায় শিশুটিকে বোরওয়েল থেকে বের করে আনলেও তাকে বাঁচানো গেল না। তার নয় ঘন্টা পরে মারা গেল শিশুটি। রবিবার সকালে হোশিয়ারপুর জেলার বৈরামপুর গ্রামে পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে ছোট হৃতিক খেলছিল। খেলার সময় একটি কুকুর তাকে অনুসরণ করে। কুকুরের হাত থেকে বাঁচতে দৌড়াতে গিয়ে প্রায় একশো ফুট গভীর বোরওয়েলে পড়ে যায় সে। হৃতিকের বাবা-মা শ্রমিক। আশেপাশে খেলা শিশুরা হৃতিকের বাবা-মাকে খবর দেয়। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই সামাজিক সংগঠন ছাড়াও দায়িত্ব নেয় জেলা প্রশাসন। শিশুটিকে উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে সেনাবাহিনী। হোশিয়ারপুরের ডেপুটি কমিশনার সন্দীপ হংস, ডিএসপি গোপাল সিং ছাড়াও হোশিয়ারপুর জেলার উদমুর আসনের আম আদমি পার্টির বিধায়ক জসভীর সিং রাজা গিল ঘটনাস্থলে পৌঁছে হৃতিককে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। প্রায় নয় ঘণ্টা ধরে সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ, পুলিশ এবং ফায়ার ব্রিগেডের দল স্থানীয় যুবকদের সহায়তায় হৃতিককে উদ্ধার করা হলেও শেষরক্ষা করা গেল না।

ঘোকসাডাঙ্গায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইক চালকের

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৩ মে (হি. স.) : কোচবিহারের শিলডাঙ্গা বামনিকুড়া সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক চালকের। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রমনী বর্মন(২৬)। বাড়ি মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের গয়াবাড়িতে। এদিন এই যুবক বাইকে ভোগমারা থেকে ফেরার পথে উলটোদিক থেকে আসা একটি মালবাহী ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক চালকের। খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গায় পাঠায়। দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থল থেকে পলাতক গাড়ির চালক। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও ঘাতক গাড়িটিকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি / কাকলি

কেদারনাথ যাত্রা স্থগিত রাখল উত্তরাখণ্ড, ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি

দেহরাদুন, ২৩ মে (হি.স.) : দু'দিন ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না উত্তরাখণ্ড সরকার। তাই কেদারনাথ যাত্রা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। সোমবার সকাল থেকে রুদ্রপ্রয়াদে তাপমাত্রা নামতে শুরু করে। রবিবারে তুষারপাতও হয়েছে। চরম আবহাওয়ার মধ্যেও পুণ্যার্থীদের ঢল কমেনি। তার উপরে দু'দিন বৃষ্টির সতর্কতা জারি করায় পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যেতে পারে। তাই আগেভাগেই কেদারনাথ যাত্রা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল উত্তরাখণ্ড সরকার।রুদ্রপ্রয়াগের সিও প্রমোদ কুমার জানিয়েছেন, যাঁরা হেঁটে কেদারনাথে যাচ্ছেন তাঁদের আপাতত যেতে নিষেধ করা হয়েছে। পরামর্শ দেওয়া হয়েছে হোটেলে ফিরে যাওয়ার জন্য। তিনি বলেন, "দু'দিন ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গুপ্তকাশী থেকে আসা পাঁচ হাজার পুণ্যার্থীকে আটকে দেওয়া হয়েছে। হেলিকপ্টার পরিষেবাও বন্ধ রাখা হয়েছে।"

মঙ্গলবার ডিমা হাসাও জেলা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব, দেখবেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ-বিধ্বস্ত এলাকা

হাফলং (অসম), ২৩ মে (হি.স.) : প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত ডিমা হাসাও জেলা সফরে আগামীকাল মঙ্গলবার হাফলং আসছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। প্রকৃতির তাণ্ডবে ডিমা হাসাও জেলায় তিনজনের মৃত্যু হওয়ার পাশাপাশি প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভূমিস্খলন ও বন্যার কবলে পড়ে কয়েক হাজার মানুষ গৃহহারা হয়ে এখনও ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন। ভূমিস্খলন ও বন্যার কবলে পড়ে পাহাড় লাইনে গত ১৪ মে থেকে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। এমন-কি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সদর শহর হাফলংও বহিঃরাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তবে হাফলং-গুয়াহাটি সড়কপথকে সচল করা হয়েছে। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ডিমা হাসাও জেলার সর্বশেষ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার ঝটিকা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

তাইওয়ানে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমেরিকা : বাইডেন; কিশিদা বললেন জাপান শান্তির পক্ষে

টোকিও, ২৩ মে (হি.স.): তাইওয়ানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমেরিকা। বললেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা বলেছেন, আমরা স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের যে কোনও একতরফা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে এবং রক্ষা করতে হবে। চিন যদি তাইওয়ান আক্রমণ করে তাহলে কী হতে পারে, তা নিয়ে সোমবার টোকিও-তে কথা বলেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বাইডেন বলেছেন, 'আমরা তাইওয়ানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমেরিকা দৃঢ়ভাবে জাপান এবং অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে দাঁড়িয়েছে যাতে এমনটা হতে না পারে (চিন তাইওয়ানের দখল নেওয়া)।' জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা বলেছেন, 'আমরা স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের যে কোনও একতরফা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে এবং রক্ষা করতে হবে। আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা শক্তিশালী করব। আমেরিকা জাপানের মিত্র।'

স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে অগ্রভাগে আশা কর্মীরা : মনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.): ভারতের আশা কর্মীদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র মহাপরিচালকের গ্লোবাল হেলথ লিডারস পুরস্কারে সম্মানিত করায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া খুশি ব্যক্ত করেছেন। এক টুইট তিনি জানিয়েছেন, আশা কর্মীরা স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের অগ্রভাগে রয়েছেন এবং কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সমস্ত আশা কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। চিকিৎসা সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আশা কর্মীদের ভূমিকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রশংসা করেছে। সংস্থার তরফে অসামান্য অবদানের জন্য ভারতের ১০ লক্ষ মহিলা আশা কর্মীকে সম্মানিত করার কথা জানানো হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, আশা কর্মীরা যেভাবে তৃণমূল স্তরের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে যুক্ত করেছেন তা এককথায় অতুলনীয়। পাশাপাশি শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রয়াত প্রবীণ সাংবাদিক করিমগঞ্জের জ্যোতিরিন্দ্রলাল গোস্বামী

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ মে (হি.স.) : বরাক উপত্যকার সংবাদ জগতে আরেক নক্ষত্র পতন ঘটলো। রাজ্য সরকারের পেনশন-প্রাপ্ত প্রবীণ সাংবাদিক জ্যোতিরিন্দ্রলাল গোস্বামী তথা সকলের প্রিয় কানুদা আর নেই। ৭৫ বছর বয়সে ইহলোকের মায়া ছেড়ে আজ সোমবার বেলা একটায় পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন তিনি। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গিয়েছেন স্ত্রী সহ অসংখ্য গুনমুগ্ধ।

জ্যোতিরিন্দ্রলালের প্রয়াণে করিমগঞ্জ জেলা সহ সমগ্র বরাক উপত্যকার সংবাদ জগতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দীর্ঘদিন থেকে তিনি বহু কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। গত সপ্তাহখানেক থেকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন কানুদা। আজ বেলা একটায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিকেলে প্রয়াতের মরদেহ করিমগঞ্জ শহরের মিশন রোডে অবস্থিত নিজস্ব বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছার পর এলাকায় এক শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সংবাদ জগতের বিশিষ্টজন সহ শহরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং সামাজিক সংগঠনের কর্মকর্তাগণ প্রয়াত কানুদাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। শহরের সুভাষনগর শ্মশানঘাটে প্রয়াতের শেষকৃত্য সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রয়াত প্রবীণ সাংবাদিক জ্যোতিরিন্দ্রলাল গোস্বামী তথা সকলের প্রিয় কানুদা ছাত্রজীবনে একজন ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মাধ্যমিক পাশ করার পর কানুদা শিলং চলে যান। সেখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি বিএসসি করেন। পরবর্তীতে তিনি করিমগঞ্জ ফিরে আসেন। করিমগঞ্জে এসে সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন কানুদা। তাঁর সম্পাদনায় করিমগঞ্জ থেকে সাপ্তাহিক আনন্দজ্যোতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার স্বত্তাধিকারীও ছিলেন তিনি।

তাঁর স্বরচিত অনেক কবিতার বইও প্রকাশিত হয়েছে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি অনেক সমাজসেবামূলক কাজেও জড়িত ছিলেন। সুগারমিলের ক্যাইন ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। সদাহাস্য কানুদাকে কেউ ভালোবাসেননি, এমন খুব কম মানুষই আছেন। তাঁর মৃত্যুতে উপত্যকার সংবাদ জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা কোনওদিন পূরণ হওয়ার নয়। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশের পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি পিকে রায়, সম্পাদক চন্দনকুমার রায়, রাজ্য পরিবহণ নিগমের অধ্যক্ষ মিশনরঞ্জন দাস, সাংসদ কৃপানাথ মালা, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, বিধায়ক বিজয় মালাকার, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী, করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি অসীম দেব, পুর কমিশনার তথা বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দেবতোষ পাল, পুর কমিশনার নির্মল বণিক, সাংবাদিক জয়ন্ত চক্রবর্তী, সাংবাদিক অরূপরতন চক্রবর্তী, বিভাস বর্ধন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি অমলেশ চৌধুরী, সম্পাদক তথা প্রদেশ বিজেপির সদস্য সুদীপ চক্রবর্তী প্রমুখ সহ বেশ কয়েকটি সামাজিক সংগঠনের কর্মকর্তাগণ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করবে যেসব খাবার

কোষ্ঠকাঠিন্য মোকাবিলা করা চ্যালেঞ্জিং একটি বিষয়। যদিও এটি অত্যন্ত সাধারণ একটি সমস্যা বলে মনে করা হয়। মলত্যাগ নিয়মিত না হওয়ার ফলে দেখা দেয় এই সমস্যা। এটি কেবল যন্ত্রণাদায়কই নয়, অস্বস্তিকরও। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন, প্রতি সপ্তাহে তিনদিনেরও কম মলত্যাগ হলে তা হতে পারে কোনো সমস্যার সংকেত।

আপনি যদি জোর করে মলত্যাগ করেন বা খুব বেশি চাপ দেন, তাহলে এটি অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার জন্ম দিতে পারে, যা মোকাবেলা করা আরও কঠিন হতে পারে।

কোষ্ঠকাঠিন্য এমন কিছু নয় যা নিরাময় করা যায় না। সঠিক খাবারের মাধ্যমে আপনি খুব দ্রুতই এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমনকিছু খাবার সম্পর্কে যেগুলো নিয়মিত খেলে আপনার মলত্যাগে আর কোনো সমস্যা হবে না এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হবে-

সকালের নাস্তায় ওটমিল

আপনার দিন শুরু করার সর্বোত্তম উপায় হলো সকালের নাস্তায় এক বাটি ওটমিল খাওয়া। এটি দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় উভয় ফাইবার সমৃদ্ধ। উপরের অংশ সহজে জলে দ্রবীভূত হয় এবং জেলের মতো আকার ধারণ করে, ভেতরের অংশ মলের পরিমাণ বাড়ায়, যা পেট এবং অন্ত্রের মধ্য দিয়ে সহজে যেতে পারে। এতে মলত্যাগ করার জন্য কোনো চাপের প্রয়োজন হয় না এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রচুর সবুজ শাক-সবজি খান

স্বাস্থ্যকর সবুজ শাক-সবজি অনেক অসুখ দূরে রাখে। তার মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য অন্যতম। পালং শাক, ব্রাসেল স্প্রাউট এবং ব্রকোলির মতো সবুজ শাক-সবজি একাধিক পুষ্টিতে সমৃদ্ধই। এগুলোতে থাকা ফাইবার অন্ত্রের জন্য অত্যন্ত ভালো। এটি মলের পরিমাণ বাড়ায়

এবং পাচনতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাওয়া অনেক সহজ করে তোলে। খেতে হবে ফল

কিউই, কমলা, নাশপাতি এবং আপেলের মতো ফল হজমের জন্য দারুণ। কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত যে কেউ এই ফল খেতে পারেন, এগুলো ফাইবারে পরিপূর্ণ। এছাড়াও এই ফলগুলোতে প্রচুর জল, সরবিটল এবং ফ্রুকটোজ রয়েছে যা কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য উপকারী।

তিল অত্যন্ত উপকারী ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার তিল অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এটি সহজেই আপনার খাবারে যোগ করতে পারবেন। তবে খেয়াল রাখবেন, তিল একসঙ্গে খুব বেশি খাবেন না। অতিরিক্ত খেলে তা আপনার শরীর হজম করতে পারবে না এবং আপনি প্রয়োজনীয় পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবেন। মটরশুঁটি খাবেন নিয়মিত

অনেক ধরণের মটরশুটি রয়েছে এবং সেগুলো বেশিরভাগেই ফাইবার রয়েছে। এতে দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় উভয় ধরনের ফাইবার রয়েছে, যা তাদের নিজস্ব উপায়ে কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে সাহায্য করে। এতে প্রতিরোধী স্টার্চও রয়েছে যা হালকা রেচক হিসেবে কাজ করে পরিপাকতন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। জল বিস্ময়করভাবে কাজ করে স্বাস্থ্যকর পাচনতন্ত্র অর্জনের চাবিকাঠি হলো হাইড্রেটেড থাকা। শরীরে তরলের অভাব কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রাথমিক কারণ। প্রতিদিন ৮ থেকে ১০ গ্লাস জল পান করলে তা আপনাকে কেবল শক্তিশালীই রাখে না, আপনার অন্ত্রের স্বাস্থ্যকেও ভালো রাখে।

দৈত্যাকার নক্ষত্রের সন্ধান পেল হাব্বল টেলিস্কোপ

রাতের পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ লক্ষ লক্ষ তারার সমারোহ দেখা যায়। খালি চোখেই নজরে আসে এইসব নক্ষত্ররা। যদিও দূরত্ব অনেক বেশি হওয়ায় একেবারেই টিমটিম করে জ্বলতে থাকে এইসব তারারা। পৃথিবী থেকে এই নক্ষত্রদের কেবলমাত্র একটি আলোকবিন্দুর মতো মনে হয়। তবে এই সমস্ত নক্ষত্রের তুলনায় অনেকটাই আলাদা সূর্য।

সর্বক্ষণ জ্বলছে এই নক্ষত্র। আর এই সূর্যের সাহায্যেই উতন্তি হয়েছে আমাদের পৃথিবীর। সূর্যের আশপাশে পৃথিবী ছাড়াও রয়েছে আরও অনেক গ্রহ। তবে এবার এক নতুন নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বলা হচ্ছে এই নক্ষত্র আকার আয়তনে সূর্যের তুলনায় ৩২ গুণ বড়। নাসার হাব্বল স্পেস টেলিস্কোপ এই দৈত্যাকার নক্ষত্রটিকে খুঁজে পেয়েছে লেগুন নীহারিকার কেন্দ্রে।

এই দৈত্যাকার নক্ষত্র যে সূর্যের থেকে আকার, আয়তনেই বড় তা নয়, ঔজ্জ্বল্যেও পাল্লা দেবে সূর্যকে। কারণ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, নতুন আবিষ্কৃত নক্ষত্র সূর্যের তুলনা ২,০০,০০০ গুণ বেশি উজ্জ্বল। এই নক্ষত্রের চারপাশের জগত কেমন দেখতে সম্প্রতি তারই ছবি প্রকাশ করেছে নাসা। এই ছবি সত্যিই মনোমুগ্ধকর। তবে চারপাশে রয়েছে গ্যাসীয় আবরণ। মাঝখানে রয়েছে ওই উজ্জ্বল নক্ষত্র। জানা গিয়েছে এই নক্ষত্রের নাম ৩৬। এই নক্ষত্র রয়েছে কদম কেন্দ্রস্থলে। পৃথিবী থেকে প্রায় চার হাজার আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে এই নক্ষত্র। স্যাজিটেরিয়াস নক্ষত্রপুঞ্জে একটি দৈত্যাকার-এর মধ্যে দেখা গিয়েছে ওই নক্ষত্রটিকে যা সূর্যের থেকে আকার, আয়তন এবং উজ্জ্বলতা সবদিক থেকেই বড় ও বেশি। মার্কিন স্পেস এজেন্সির নাসা জানিয়েছে যে এই নক্ষত্র এখনও নবীন রয়েছে। এর বয়স এক মিলিয়ন বছরের আশপাশে হবে। এর পাশাপাশি নাসা এও জানিয়েছে যে এই নক্ষত্রটি তার জন্মগত বিভিন্ন আয়নযুক্ত গ্যাস (হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এগুলোর মতো) নিষ্কাসন করছে। নাসার প্রকাশ করা ছবিতে লাল রঙের সাহায্যে হাইড্রোজেন এবং সবুজ রঙের সাহায্যে নাইত্রোজেন গ্যাসকে বোঝানো হয়েছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ৩৬ নক্ষত্রের এখনও অন্তত ৫ মিলিয়ন বছর আয়ু রয়েছে। নাসার হাব্বল স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমেই এত বিস্তারিত ভাবে ছবির সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মূলত মহাবিশ্বের গভীরতম পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ এবং দূরবর্তী অংশের গ্রহ-নক্ষত্রদের নিরীক্ষণের জন্যই এই হাব্বল স্পেস টেলিস্কোপ তৈরি হয়েছে। বিগত ৩০ বছর অর্থাততিন দশক ধরে নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে মহাকাশের অজানা এবং রহস্যময় সব দিক সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেছে এই স্পেস টেলিস্কোপ। নাসা এবং ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সির যৌথ উদ্যোগে এই স্পেস টেলিস্কোপ তৈরি হয়েছিল। এ যাবতমহাকাশের অনেক অবিশ্বাস্য ও মনোমুগ্ধকর ছবি প্রকাশ করেছে এই হাব্বল স্পেস টেলিস্কোপ।

প্রথমবার বিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন কিয়ারা

শেরশাহ ছবির পর থেকেই কিয়ারা আডবানী আর সিদ্ধার্থ মালহোত্রাকে নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল বি-টাউনে। সেই গুঞ্জন এখনও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। তারই মধ্যে মুক্তি পেয়েছে কিয়ারা একটি ছবির ট্রেলার। আর সেই অনুষ্ঠানে নতুন করে উঠেছে বলি অভিনেত্রার বিয়ের প্রসঙ্গে।

তবে সিদ্ধান্ত মালহোত্রা নিয়ে মুখে কুলুপ আঁটলেও নিজের বিয়ে নিয়ে কিন্তু মুখ বন্ধ রাখলেন না অভিনেত্রী। বিয়ে নিয়ে তাঁর কী পরিকল্পনা তা বলে দিলেন তিনি। রাজ মেহতা পরিচালিত জুগ জুগ জিয়ো ছবির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে। কিয়ার সঙ্গে এই ছবিতে রয়েছেন, বরুণ ধাওয়ান, অনিল কাপুর আর নীতু সিং। ট্রেলার মুক্তির অনুষ্ঠানেই কিয়ারাকে বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এক সাংবাদিক। প্রশ্নের উত্তর সরাসরি না দিলেও প্রশ্নটি কিন্তু এড়িয়ে যাননি কিয়ারা।

তিনি বলেছেন, বিয়ে না হলেও তিনি ভালোভাবে জীবনে থিতু হতে পারেন। তিনি আরও কাজ করতে চান। আরও ভালোকরে সেটেলড হতে চান। তিনি জানিয়েছেন, কাজ করছেন, রোজগার করছেন এটাইতেই তিনি খুশি।তবে কিয়ারারে বিয়ের প্রশ্ন করা হলেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত করণ জোহরকে বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন না করায় একটি উষ্মা প্রকাশ করেন বলি পরিচালক। তিনি বলেন কেন তাঁকে বিয়ে নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা হয়নি। তাঁর ৫০ বছর বয়স হয়ে গেছে। এখনও তাঁর বিয়ে হয়নি - কিন্তু তাঁকে এই নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে না। শুধু কিয়ারাকে কেন এই প্রশ্ন করা হয় তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে পরোক্ষে কিয়ারার পাশে দাঁড়ান করণ জোহর। বলিউডে সিদ্ধার্থ মালহোত্রার মেন্টর হিসেবে পরিচিত করণ জোহর। শেরশাহ হিট হওয়ার পরই কিয়ার হাতে প্রচুর কাজ রয়েছে। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছেন ভুল ভুলাইয়া-২। এখনও পর্যন্ত এটির বক্স অফিস কালেকশান দুর্দান্ত। আরও বেশ কিছু ছবি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। শেরশাহ মুক্তির পর থেকেই কিয়ারা আর সিদ্ধার্থের সম্পর্ক নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা। দুজনকে একসঙ্গে দেখা গেছে বহুবার। তাঁরা ডেট করছে বলেও শোনা গেছে। কিন্তু দুজনেই এই বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেননি। তাঁরা গোটা ব্যাপারটাকেই গোপন করে রেখেছেন। তবে মাস খআনের আগে বলিউড উত্তাল হয়েছিল দুজনের ব্রেকআপের খবরে। তা নিয়েও দুজনে কিছুই বলেননি। তবে দুজনেই যে কাছাকাছি রয়েছেন তাই ইঙ্গিতও সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছেন।

সঙ্গমের পর নিজেদেরই অত্যাচার করে মেরে ফেলে অক্টোপাসরা

অক্টোপাস যেমন ভীতি প্রদর্শন করতে ওস্তাদ, তেমনই আবার কম আকর্ষণীয়ও নয়। জলের নীচে কীভাবে তারা ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে, তা সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে। কিন্তু অক্টোপাস নিয়ে এমনই কিছু তথ্য রয়েছে, যা আমাদের প্রায় সকলেরই অজানা।

অনেকেই হয়তো জানেন না যে, অক্টোপাসরা নিজেরাই নিজেদের অত্যাচার করে। আর কখন তারা একে অপরকে অত্যাচার করে জানেন? ঠিক সঙ্গমের পরেই অক্টোপাসরা একে অপরকে অত্যাচার করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। যদিও সঙ্গম-পরবর্তী অক্টোপাসদের মৃত্যুর ঘটনাটি প্রকৃতিতে অস্বাভাবিক নয় (সঙ্গমের পরে প্রথমে মেয়েদের এবং তারপর পুরুষের শিরশ্ছেদ করা হয়), বরং এটি ভয়াবহ। কিন্তু কেন এমনটা করে থাকে অক্টোপাসরা? দীর্ঘ দিন ধরে এরই কারণ খুঁজে যাচ্ছিলেন বিজ্ঞানীরা। সাম্প্রতিকতম একটি গবেষণায় অক্টোপাসদের এমন বিরলতম প্রকৃতির ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

গবেষকদের মতে, একজন মা অক্টোপাস তাদের ডিম পাড়ার সময় ঘটে যাওয়া রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণে মিলনের পর নিজেদের নির্যাতন করে। ১৯৭৭ সালের অন্য আর একটি গবেষণারকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এই নতুন গবেষণায়। সেখানে বলা হয়েছিল, অক্টোপাসের চোখের কাছাকাছি কিছু গ্রন্থির কারণেই নিজেদের ধ্বংস করে তারা। প্রকৃতপক্ষে স্টেরয়েড হরমোন তৈরি করে অক্টোপাসেরা, ডিম পাড়ার সময় যার উতাদন তীব্র হয়ে ওঠে। সেই কারণেই অক্টোপাসরা নিজেদের নির্যাতন করতে একপ্রকার বাধ্য হয়। এদিকে নতুন গবেষণা থেকে তিনটি পৃথক রাসায়নিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানা গিয়েছে, মা অক্টোপাস যখন ডিম পাড়ে, একই সময়ে সেগুলির তার উপর দিয়ে যায়। এটি শুরু হয় প্রেগ্নেনোলোন এবং প্রোজেস্টেরনের বৃদ্ধির সঙ্গে — যেগুলি আসলে অনেক প্রাণীর প্রজননের জন্য ব্যাপক ভাবে দায়ী দুটি হরমোন।

গবেষকরা আরও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন। যখন অক্টোপাসেরা উচ্চ মাত্রার ৭-ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল উতাদন শুরু করে, তখন রাসায়নিক পরিবর্তনগুলির মধ্যে একটি এমন হতে পারে যা অক্টোপাসগুলিকে নিজেদের অত্যাচার করার জন্য ট্রিগার করে। সঙ্গম শেষ হওয়ার ঠিক পরক্ষণেই এমনটা হয়। ৭-ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল হল কোলেস্টেরলের একটি বিল্ডিং ব্লক যা অত্যন্ত বিষাক্ত হিসেবেও পরিচিত।

এছাড়াও গবেষকরা অক্টোপাসের অপটিক গ্রন্থিগুলিকে আরও উপাদান তৈরি করতে দেখেছিল, যারা পিত্ত অ্যাসিড তৈরি করে। এই সমস্ত রাসায়নিক পরিবর্তনগুলি অক্টোপাসগুলিকে আকস্মিক ভাবে এমন আচরণ করার জন্য একসঙ্গে কাজ করে।

যদিও গবেষকদের কাছে এই সাম্প্রতিকতম অধ্যয়ন সম্পর্কে বিশেষ কোনও যুক্তি নেই। তবে রিসার্চের মূল গবেষক জেড ইয়ান ওয়াং সংবাদমাধ্যম লাইভসায়েন্স-কে দেওয়া একটি সাক্ষাতারে দাবি করেছেন, তরুণ প্রজন্মদের বাঁচাতে এমনটা করে থাকে অক্টোপাসেরা। কারণ, প্রকৃতিতে তারা নরখাদক বলে পরিচিত।

নুসরত-কে ভুলে সৌরসেনীতে মজলেন নিখিল

অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্রর সঙ্গে লন্ডনে দেখা যাচ্ছে নিখিল জৈনকে ? এমনই একটি খবরে জল্পনা ছড়াতে শুরু করেছে টলিউডে। সৌরসেনী মৈত্র বেশ কিছুদিন ধরে লন্ডনে রয়েছেন শ্যুটের জন্য। সৌরসেনী লন্ডনে যাওয়ার পর সেখানে নিখিল জৈনও নাকি পৌঁছে গিয়েছেন।

তবে সৌরসেনী মৈত্র এবং নুসরত জাহানের প্রাক্তন স্বামী নিখিল জৈন এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।নুসরত জাহানের সঙ্গে নিখিলের বিচ্ছেদের পর থেকে একের পর এক জল্পনা ছড়ায়।

নুসরত যখন যশের সঙ্গে ঘর বেঁধে সংসার করছেন, সেই সময় অভিনেত্রী ত্রিধার সঙ্গে নাম জড়ায় নিখিলের।

আবার কখনও রাইমা সেনের সঙ্গেও নিখিলের নাম জড়িয়ে জোর গুঞ্জন শুরু হয়। তবে গুঞ্জন যতই মাথা চাড়া দিক না কেন, নিখিল প্রত্যেকবারই সৌরসেনী এবং রাইমাকে নিজের ভাল বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।সৌরসেনী মৈত্রের ক্ষেত্রেও কি নিখিল বন্ধুত্বের কমা দিয়ে গুঞ্জনে ইতি টানবেন, আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে অভিনেত্রীর অনুরাগীরা।

দৈনন্দিন খাবারের তালিকায় থাকা জিনিসগুলিই ডেকে আনতে পারে ক্যান্সার

ক্যানসার আমাদের জীবনের এখন একটি অতি পরিচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে এখন একটি দুটি করে ক্যানসার আক্রান্ত দেখা যায়। চিকিৎসকদের বক্তব্য, দূষণকাজের ধরণ, খাওয়ারের রকমফেরই নাকি এই রোগের উৎস। বহু ক্ষেত্রে অতি সাধারণ জীবনযাপন করেও মুক্তি পাওয়াযাচ্ছে না এই মারণ ব্যাধী থেকে।তবে, আমরা যদি একটু নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি তাহলে হয়তো বিপদের আশঙ্কা কিছুটা হলেও রোধ করা যাবে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে প্রতিদিনের জীবনে আমরা যদি এই খাবারগুলিকে আমাদের খাওয়ারেরতালিকা থেকে বাদ দিতে পারি তাহলে ক্যান্সারে রোখা যায়।

এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন খাবারে রয়েছে এই তালিকায়—

১) প্রসেস্ড মিট :কাজের সুবিধার জন্য আজকাল আমরা সব কিছুতেই প্যাকেজড ফুড বা টিন ফুডের ব্যবহার কারি। চটজলদি খাবার তৈরি করা যায়। সঙ্গে ঝঞ্ঝাটও কম এই ধরনের খাবারের ক্ষেত্রে।শাক-সব্জি থেকে মাছ, এমনকী মাংসও আমরা এভাবেই খাই । তবে সমীক্ষায় বলা হচ্ছে টিনড মিট বা প্রসেস্ড মিট -এ প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম নাইট্রেড থাকে। এই রাসায়নিক শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বস্তু।

২) মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন: ফাস্ট ফুড থেকে পটাটো ওয়েফার্স এমনকী পপকর্ন, তরুণ প্রজন্মের কাছে অতি পরিচিত এবং পছন্দের। গোটা দিনটাই তারা এগুলোর উপর কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু, মাইক্রোওয়েভে তৈরি করা পপকর্ণ শরীরে পারফ্লুওরকট্যানোইক অ্যাসিড তৈরি করে। আর এই অ্যাসিড অতি সহজেই ক্যানসারের তৈরির কারণ।

৩) রিফাইন্ড ময়দা ঃ প্যাকেটজাত ময়দা বা আটাও রয়েছে এই তালিকায়। প্রাচীণকালে বাড়িতে মা ঠাকুরদা গম কিনে কলোটা তৈরি করে আনতেন। আর এখন চটজলদি কাজের জন্য মিলছে প্যাকেট করা রিফাইন্ড আটা বা ময়দা। চিকিৎসকরা বলছেন এই আটা ময়দায় থাকে ক্লোরিন গ্যাস। আর তা থেকেই শরীরে তৈরি হতে পারে ক্যান্সার।

৪) রিফাইন্ড চিনি: রি ফাইন্ড চিনি। এটি শরীরে নানা ধরনের রোগ তৈরি করার অন্যতম একটি উপাদান বলেমনে করেন চিকিৎসকরা। শরীরে জীবন্ত সেল অতি সহজেই নষ্ট করে দিতে পারে এই চিনি। আর তার ফলেই দেখা দিতে পারে ক্যান্সার। শুধু রিফাইন্ড চিনিই নয়, এই তালিকা রয়েছে রিফাইন্ড নবল ও রিফাইন্ড তেলও। এগুলি প্রতিটিই শরীরে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড তৈরি করে আর তাথেকেই ক্যানসারের উৎপত্তি হতে পারে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা। ৫) চাষ করা মাছ: যে সব মাছ পুকুরে বা ভেরিতে চাষ করা হয়, সেই মাছ খেতে বারণ করছেন চিকিৎসকরা। মাছ আকারে বড় করতে এবং সুস্থরাখতে সেখানে দেওয়াবিভিন্ন ধরনের ওষুধ। আর এই ওষুধ থেকেই মানুষের শরীরে তৈরি হয় রোগ। বাসা বাধছে ক্যানসারের মতো রোগও।৬) কোল্ডড্রিঙ্ক ঃ বাজারে পাওয়াযায় বিভিন্ন ধরনের সফট ড্রিঙ্ক। গরমে তেষ্টা মেটাতেই হোক বা ফাস ফুডের সঙ্গেই হোক ৮ থেকে ৮০ সকলেই এই সফট ড্রিঙ্ক পছন্দ করেন। অথচ, চিকিৎসকদের মতে এই সব ড্রিঙ্ক-এ থাকে মারাত্মক ক্ষতিকারক সোডা। আর তা থেকেই ক্যানসারের মতো মারণ ব্যাধি বাসা বাধতে পারে শরীরে। শুধু সফট ড্রিঙ্কই য়, নিষেধের তালিকায় রয়েছে কার্বাইড দিয়ে পাকানো বিভিন্ন ফলও। এই কার্বাইড থেকেই মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে ক্ষতিকারক রাসায়নিক। ৭) প্যাকেটজাত আলুভাজা ঃ প্যাকেটজাত আলুভাজা বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। বিভিন্ন খাবারের সঙ্গেই হোক বা মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে দেখতে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই-এর কামড় ও সফট ড্রিঙ্কে চুমুম দিতে সকলেরই বেশ লাগে। কিন্তু, এই কামড় ও চুমুকই আপনার শরীরে ডেকে আনতে পারে ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগকে। আপনার অজান্তেই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে মৃত্যু মুখে। এর থেকে শরীরে ঢুকে পড়তে পারে ক্ষতিকারক অ্যাক্রিলামাইড অ্যাসিড।

হেমতাবাদে পণের দাবিতে নববধূর ওপর নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী সহ ৩

হেমতাবাদ, ২৩ মে (হি. স.) : উত্তর দিনাজুপুরের হেমতাবাদ থানার বাঙালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কামালপুর গ্রামে নববধূর ওপর নির্যাতনের অভিযোগে স্বামী সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম মেহেবুব আলম (২২), হাসিবুর আলি (৪৫) ও শেখবোর আলি (৭১)।

জানা গেছে, ২০ মে রায়গঞ্জ থানার নলপুকুর সংলগ্ন বুড়াকামাত গ্রামের বাবলি খাতুনের সঙ্গে বিয়ে হয় হেমতাবাদ থানার বাঙালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কমলপুর গ্রামের বাসিন্দা মেহেবুব আলমের। বিয়ের সময় এক লক্ষ টাকা নগদ দেওয়া হলেও আরও দুই লক্ষ টাকা দাবি করে ছেলের পরিবার। এ নিয়ে যাবতীয় অশান্তির সূত্রপাত। অভিযোগ, বিয়ের দিন মেয়ের পরিবার পরিজনদের সঙ্গে টাকার বিষয়ে খারাপ ব্যবহার করা হয়। এরপর থেকে অতিরিক্ত পণের দাবিতে বধূর ওপর মানসিক নির্যাতন শুরু হয়। বিষয়টি মেটাতে গত ২১ মে বাপেরবাড়ির লোকজন মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আলোচনায় বসেন। মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে না পাঠানোর পাশাপাশি, পণ সহ বিয়ের খরচ নিয়ে ২ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। তবে সেই টাকা দিতে মানা করে দেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনজনকে আটক করে। পরে বধূর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার /

করিমগঞ্জ কলেজের ৭৫ বর্ষ, ”প্লাটিনাম জুবিলি” উদযাপনের প্রস্তুতি প্রাক্তনীদের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ মে (হি.স.) : বরাক উপত্যকার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করিমগঞ্জ কলেজ গৌরবের সঙ্গে গত বছর ৭৫ বর্ষ পূর্ণ করেছে। স্বাধীনতা লাভের এক বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের ৫ মে করিমগঞ্জ কলেজ তার যাত্রা শুরু করেছিল। করোনা অতিমারির দরুন ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কোনও অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। চলতি মাসের ৩০ তারিখ থেকে বর্ষব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কলেজের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ”প্লাটিনাম জুবিলি” উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি মৃণাল দত্তকে প্লাটিনাম জুবিলি উদযাপন সমিতির সভাপতি মনোনীত করে ইতিমধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে করিমগঞ্জ কলেজ প্রাক্তনী সংস্থা। এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সংস্থার কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় এ ব্যাপারে গুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য ”প্লাটিনাম জুবিলি” উদযাপনের প্রথম পর্যায় হিসেবে চলতি মাসের ৩০ মে সকাল ৭.৩০ মিনিটে শোভাযাত্রা এবং বিকেল ৫-টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মূলত, এই দুটি অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার উদ্দেশ্যেই সভায় মিলিত হন প্রাক্তনী সংস্থার কর্মকর্তাগণ।

শোভাযাত্রা এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য কলেজের সকল প্রাক্তনীদের প্রতি অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সভায়। সেই সঙ্গে, বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় প্রাক্তনীদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের সংস্থান রাখার জন্যও ”প্লাটিনাম জুবিলি” উদযাপন সমিতির কাছে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছে প্রাক্তনী সংস্থা। পাশাপাশি, আগামী মাস থেকে প্রাক্তনী সংস্থার সদস্যভুক্তি অনলাইন এবং অফলাইন উভয় প্রক্রিয়ায় পুরোদমে শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এদিনের কার্যনির্বাহী সভায়।

৩০ মে সন্ধ্যায় আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠান চলাকালীন কলেজ প্রাঙ্গণে প্রাক্তনী পঞ্জিকরণের ব্যবস্থা রাখার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। কলেজের প্রাক্তনীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহারের উপর জোর দেওয়ার ব্যাপারও বিচার করা হয়। একটি ফেসবুক পেজ খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আগামীতে কলেজের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রেও প্রাক্তনী সংস্থার পক্ষ থেকে অবদান রাখার কথাও গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয় সভায়।

প্রাক্তনী সংস্থার সভাপতি ড় নিবারণচন্দ্র দাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন ”প্লাটিনাম জুবিলী” উদযাপন সমিতির সভাপতি তথা কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি মৃণাল দত্ত, উদযাপন সমিতির সাধারণ সম্পাদক তথা কলেজের অধ্যক্ষ ড় রামানুজ চক্রবর্তী, ড় সব্যসাচী রায়, ড় শান্তনু দত্ত, সুবীর রায়চৌধুরী, ড় সমীরণ দেবনাথ, নেপালকৃষ্ণ ধর, ড় সঞ্জেন্দু নাথ, কলেজের আইকিউএসি-র সমন্বয়ক ড় সুজিত তিওয়ারি, ড় রাজীব দাস, শোভরাজ দাস, ড় পার্থসারথী দাস, ড় মালবিকা ভট্টাচার্য, ড় বজলুর রহমান, সোহন বিশ্বাস ও নয়নেন্দু দাস।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে কবলিত হারাঙ্গাজাওয়ে বায়ুসেনার হেলিকাপ্টারে এল খাদ্যসামগ্রী

হাফলং (অসম), ২৩ মে (হি.স.) : প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত ডিমা হাসাও জেলার হারাঙ্গাজাওয়ে বায়ুসেনার হেলিকাপ্টারে পাঠানো হল খাদ্যসামগ্রী। ভূমিধস, বন্যায় হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ও লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথ বন্ধ হয়ে পড়ায় গত দশ দিন থেকে সদর শহর হাফলং সহ শিলচর ও রাজ্যের অনান্য অংশের সঙ্গে হারাঙ্গাজাওয়ের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলে হারাঙ্গাজাওয়ে প্রচণ্ড খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল। তবে আজ সোমবার বায়ুসেনার চিনুক হেলিকপ্টারে করে হারাঙ্গাজাওয়ে সরকারের পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়া হয় খাদ্য সামগ্রী।

তাছাড়া হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের হাফলং ও হারাঙ্গাজাও অংশের সড়ক পথ মেরামতি করে আজ সাময়িক ভাবে হালকা যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে, জানিয়েছে জাতীয় কর্তৃপক্ষ সূত্র। যার দরুন হারাঙ্গাজাও এলাকার সাধারণ মানুষ এবার কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। এদিকে ডিমা হাসাও জেলা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়ার দরুন জেলার বিভিন্ন এলাকা সহ গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তবে পাহাড়ি জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করতে ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ, রাজ্যের লোকনির্মাণ বিভাগ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ দিন-রাতকে এক করে কাজ করে চলছে।

অন্যদিকে ডিমা হাসাও জেলার সদর শহর হাফলঙের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন এলাকাগুলিতেও রাজ্য সরকার বায়ু সেনার হেলিকপ্টারে করে খাদ্য সামগ্রী ও ডিজেল পাঠাচ্ছে। সোমবার বায়ু সেনার হেলিকপ্টার জেলার বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে দুর্গতদের জন্য। এই অবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়া অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা পুনরায় স্বাভাবিক হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। তবে পাহাড়ি জেলার জনজীবন স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাতে রাজ্য সরকার, পার্বত্য পরিষদ কর্তৃপক্ষ ও জেলাপ্রশাসন সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

আগামী দু”দিন দেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা, উত্তর-পূর্বেও বর্ষণের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.): আগামী দু”দিন ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। দেশের উত্তর-পূর্বেও বর্ষণের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আগামী দু”দিন জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানে পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। পূর্বাঞ্চলে বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওডিশাতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমে। সোমবার প্রবল বৃষ্টিতে ভিজেছে রাজধানী দিল্লি, বৃষ্টি হয়েছে হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে। হিমাচল প্রদেশে আবার তুষারপাত হয়েছে। রাজধানী দিল্লিতে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে ভেঙে পড়ে গাছ, বিঘ্নিত হয় উড়ান পরিষেবা। হরিয়ানার গুরুগ্রামে বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে যায়। উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশেও এদিন বৃষ্টি হয়েছে।

হৈ-হট্টগোলে শুরু উত্তর প্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন, নানা ইস্যুতে বিক্ষোভ সপা-র

লখনউ, ২২ মে (হি.স.) : সোমবার উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার বিরোধী দল সমাজবাদী পার্টির হৈ-হট্টগোলের মধ্যে শুরু হল বাজেট অধিবেশন। রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেলের ভাষণ চলাকালীন স্লোগান তুলেছিল। প্ল্যাকার্ড সঙ্গে নিয়ে সদস্যরা আইনশৃঙ্খলা, কৃষক, বেওয়ারিশ গবাদি পশু এবং ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কিত বিষয়গুলি উত্থাপন করেছিলেন। তারা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে স্লোগানও দেন। রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল হট্টগোলের মধ্যে বিধানসভার উভয় কক্ষের যৌথ বৈঠকে তাঁর বক্তৃতা রাখেন। তাঁর ভাষণে প্যাটেল বলেন, প্রতিরক্ষা করিডোর প্রকল্পগুলিতে কাজ সম্পূর্ণ গতিতে চলছে এবং স্ব-কর্মসংস্থান প্রকল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প এবং এমএসএমই প্রতিষ্ঠার উপর দৃষ্টি রয়েছে। লখনউ-গাজিপুর এক্সপ্রেসওয়ের কাজ চলছে। সরকার কৃষকদের বকেয়া পরিশোধ, বিমান চলাচলের সুবিধার উন্নতি, ২০টি সেচ প্রকল্প সম্পন্ন করেছে এবং পাঁচটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরি করেছে। এশিয়ার বৃহত্তম বিমানবন্দর জেওয়ারে আসছে। প্রসঙ্গত, আগামী ২৬ মে রাজ্যের বাজেট পেশ করা হবে। এদিন এর আগে সপার বিধায়ক আজম খান এবং তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ আজমকে তাঁর চেম্বারে স্পিকার সতীশ মাহানা শপথবাক্য পাঠ করান। তাদের বিরুদ্ধে রামপুরে বিভিন্ন মামলায় সীতাপুর কারাগারে বন্দি থাকায় তারা দুজনই আগে শপথ নিতে পারেননি।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে আনা হল জেলবন্দি নভজ্যোত সিং সিধুকে

চণ্ডীগড়, ২৩ মে (হি.স.) : স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে আনা হল জেলবন্দি কংগ্রেস নেতা নভজ্যোত সিং সিধুকে। সোমবার সকালে সিধুকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পাতিয়ালার রাজীন্দ্র হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ১৯৮৮ সালে গাড়ি পার্কিংকে কেন্দ্র করে গুরনাম সিংকে একজনকে মারধর করে এবং পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় বলে। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তাকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়ার পর তাকে ২০ মে পাতিয়ালা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়েছিল। আদালত সিধুকে ১০০০ টাকা জরিমানা করেছে এবং এই মামলায় সিধুর সহযোগী রুপিন্দর সিং সান্ধুকে খালাস দিয়েছে। এরআগে এই মামলায় ১৯৯৯ সালের পাতিয়ালার দায়রা আদালতের বিচারক মামলায় প্রমাণের অভাবে সিধু এবং তার সহযোগীকে খালাস দেন। ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ ফের পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের মামলা চলে। ২০০৬ সালে সিধুকে দোষী সাব্যস্ত করে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল। এরপর এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে সিধু সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন।

মৎস্য সম্পদ বিনাশ করছে ”চায়না দুয়ারি”, চিনের সর্বনাশা এই কৌশল রুখতে আহ্বান বিশিষ্টদের

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২৩ মে (হি.স.): পোশাকি নাম-'চায়না দুয়ারি' অথবা চায়না জাল, চিনে তৈরি মাছ ধরার এই জাল অচিরেই বিনাশ করছে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর মৎস্য সম্পদ। অত্যন্ত হালকা ও সূক্ষ্ম বুননের ছোট ফাঁসের এই জালে সহজেই আটকে পড়ে ছোট অথবা মাঝারি ধরনের মাছ, বেরোতে না পেরে বেঘোরে প্রাণ হারায় নানা প্রজাতির মাছ, রেণু পোনা। ”চায়না দুয়ারি” নামক এই জাল চোরাই পথে ঢুকে পড়ছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে, যা চলে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার মৎস্যজীবীদের কাছে।

কম পরিশ্রমে বেশি মাছ ধরতে পারায় এই জাল ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের কাছেও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু, এই জাল বিনাশ করছে দুই দেশের মৎস্য সম্পদ। চিনের সর্বনাশা এই মাছ ধরার জাল বন্ধ করতে আহ্বান জানালেন বাংলাদেশের বিশিষ্টজনেরা। এ বিষয়ে বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে মত বিনিময় করছেন উভয় দেশের রাজনীতিবিদ, মৎস্য সম্পদ আহরনের পেশার সঙ্গে যুক্ত মৎস্য সংগঠনের নেতা, বিশিষ্ট সাংবাদিক। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিসারম্যান এসোসিয়েশন-এর সহ-সম্পাদক সতিনাথ পাত্র বলেন, চায়না জাল বা চায়না দুয়ারের কথা শুনেছি পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূল এলাকায় ঢুকে পড়েছে। তবে বাংলাদেশ থেকে চোরাইপথে এ-জাল আসা বন্ধে ভারত সরকারকে জরুরি ব্যবস্থা নিতে হবে। না হলে অঙ্কুরে বিনাশ হবে দেশের প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত মৎস্য সম্পদ। কেনা এই জালে রেনুপোনা থেকে শুরু করে ছোট আকারের সব ধরণের মাছ আটকা পড়ে মারা যাচ্ছে। 'উপকূলে নেট জালের মাধ্যমে বাগদা চিংড়ির রেণু পোনা শিকার হতো। তখনো এ রকম সংকটে পড়েছিলাম আমরা। প্রকৃতিক উৎস থেকে রেনু সংগ্রহের চেয়ে হেচারিতে উৎপাদিত পোনা টেকে বেশি ভাইরাসে আক্রান্ত হয় না। তাই প্রাকৃতিক উপায়ে সংগ্রহ করা বাগদা চিংড়ির রেনু পোনা ঘের মালিকারা না কেনায় মশারির নেটের সাহায্যে বাগদা পোনা সংগ্রহ বন্ধ হয়েছে। কিন্তু চায়না জাল দুই দেশের মানুষদের নতুন করে মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ মৎস্যজীবী ফেডারেশনের সভাপতি রবীন্দ্র নাথ বর্মন বলেছেন, বাংলাদেশের দক্ষিণে শুধু নয় ভয়ংকর 'চায়না দুয়ারি” জাল ভারতের মৎস্যজীবীদের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। গোল লম্বাকৃতির এই জাল স্রোতের মুখে ফেলে রাখলে জোয়ার-ভাটার জলে ভেসে আসা ছোট—বড় মাছ একবার ভেতরে ঢুকলে আর বেরোতে পারে না। ফলে এই জালে অসংখ্য মাছ, মাছের পোনা-সহ সব ধরনের জলজ প্রাণী-উদ্ভিদ, খাদ্যকণা (প্লাঙ্কটন) ধ্বংস হচ্ছে। এতে মাছের বংশবিস্তার মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। চায়না দুয়ারি জালকে ”ফাঁদ” হিসেবে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এটা কারেন্ট জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর। এই জালে মাছ একবার ঢুকলে আর বের হতে পারে না। জালটি বাংলাদেশে 'চায়না জাল', 'ম্যাজিক জাল' নামেও পরিচিত। তিনি আরও বলেছেন, বাংলাদেশে মাছ ধরার জালের ফাঁসের অনুমোদিত পরিমাপ রয়েছে, সাড়ে ৫ সেন্টিমিটার (সংশোধিত আইন)। জালের 'ফাঁস'—এর চেয়ে কম হলে তা আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ। দেশে নিষিদ্ধ জালের তালিকায় চায়না দুয়ারির নাম উল্লেখ না থাকলেও বিদ্যমান আইন অনুযায়ী এটি নিষিদ্ধ। আগে সরাসরি চিন থেকে আসতো। তবে এখন সুতো চিন থেকে আসে, জালটি এখন বাংলাদেশেই উৎপাদিত হয়। আর জালের সুতো চিন থেকে আসায় জালটির নামের সঙ্গে 'চায়না' শব্দটি যুক্ত হয়ে গিয়েছে। বিশেষ এই জালের দুই মাথা খোলা বলে একে 'দুয়ারি' বলা হয়।

বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন সমুদ্র উপকূলের উপজেলা শ্যামনগরের বিশিষ্ট সাংবাদিক গবেষক আকবর কবির বলেন, এই চায়না জাল চোরাই পথে ভারতেও ঢুকে পড়ছে। তাই প্রাকৃতিক উৎসের ছোট ও মাঝারি মৎস্য সম্পদ রক্ষায় এই জালের সুতো আমদানি, জাল উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় বন্ধে উভয় দেশকেই একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থল সীমান্ত বেশি তাই দুই দেশকে সকল বিষয়ে মিলেমিশে কাজ করা ছাড়া উপায় নেই।

চিনকে বিশ্ব মানবতার শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেন বাংলাদেশের জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেহে জেবুন্নেসা রহমান টুম্পা। তিনি বলেন, মানবতার চেয়ে চিনের কাছে অর্থটাই বড়। স্বাধীনতার সময় থেকে দেশটি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করছে। বাংলাদেশকে দেউলিয়া বানানোর এটাও একটা ষড়য হতে পারে, তাই আমাদের সাবধান থাকতে হবে। এই চায়না জালের ব্যাপক বিস্তারের ফলে দেশে মাছের বংশবিস্তার বিঘ্নিত হওয়া ছাড়াও অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীন প্রাক্তন ক্যাপ্টেন ও চট্টগ্রাম পোর্টের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মো. মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, চিন মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশের ক্ষতিকর অনেক পণ্য রফতানি করে। অসাধু আমদানিকারকরা যেভাবে বলবেন সেই নাম দিয়েই রফতানি করে তারা। তাই চায়না থেকে আমদানি করা প্রতিটি পণ্য খালাসের আগে কঠোর ভাবে পরীক্ষনিরীক্ষা করতে হবে। এই চায়না জাল তৈরির সুতো কী নামে আসে সে ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া জরুরি। ছোট ছোট প্রজাতির মাছ এবং মাছের রেণু পোনা মূলত নদী তীরের অগভীর জলেই থাকে। সেই জায়গায় এ রকম ভয়ানক জাল পাতা মানে পুরো মৎস্য সম্পদকে ঝুঁকির মুখে ফেলা।'

ওড়িশা কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হলেন শরৎ পট্টনায়েক

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.) : সোমবার কংগ্রেস দলের প্রবীণ নেতা শরৎ পট্টনায়েককে ওড়িশা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নতুন সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে। এর আগে, কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে নিরঞ্জন পট্টনায়কের পদত্যাগ গ্রহণ করেন।কংগ্রেস সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেনুগোপাল সোমবার এবিষয়ে একটি বিবৃতি জারি করে বলেন, দলের সভাপতি সোনিয়া গান্ধী ওড়িশা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নিরঞ্জন পট্টনায়কের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। দলের প্রবীণ নেতা শরৎ পট্টনায়েককে ওড়িশা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছেন কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী। তিনি বলেন, কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে নিরঞ্জন পট্টনায়কের বিশেষ অবদান রয়েছে।

বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ মেহবুবার, বললেন সমগ্র দেশকে গুজরাট মডেল করার চেষ্টা চলছে

শ্রীনগর, ২৩ মে (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে ফের বিষোদগার করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। দেশজুড়ে সংখ্যালঘুদের নিশানা করা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। মেহবুবা মুফতি সোমবার ক্ষোভের সুরে বলেছেন, মুসলমানদের উস্কানি দেওয়া হচ্ছে যাতে তাঁরা কোনও প্রতিক্রিয়া দেন। ব্রিটিশরা হিন্দুদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল, এখন বিজেপি তাই করছে। প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মেহবুবা মুফতি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নীরবে সমস্ত কিছু দেখছেন, তাঁর দল মনে করছে তাঁরা যা করছেন সবটাই সঠিক। মেহবুবা মুফতি এদিন আরও বলেছেন, সমগ্র দেশকে গুজরাট মডেল, উত্তর প্রদেশ মডেল, অসম মডেল, এমপি (মাধ্যপ্রদেশ) মডেল করার চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রীরা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যে মুসলমানদের কে সবচেয়ে বেশি ঝামেলায় ফেলতে পারে। তাই মন্দির-মসজিদের ইস্যু উত্থাপন করা হচ্ছে।

কাছাড় ও করিমগঞ্জের বন্যা-প্রভাবিত বিএসএফ ক্যাম্পগুলির সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নিলেন আইজি মৃদুল

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার বন্যাক্রান্ত বিএসএফ ক্যাম্পগুলির সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নিতে আজ সোমবার একদিনের সফরে এসেছেন ইনস্পেক্টর জেনারেল (আইজি) মৃদুল সনোয়াল। সাম্প্রতিক বন্যায় জেলার বিভিন্ন বিএসএফ ক্যাম্প সহ বর্ডার রোডের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছে। সেই সঙ্গে বন্যার সুযোগ নিয়ে কুড়িজনের একটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী দল শুক্রবার রাতে শহরের স্টিমারঘাট দিয়ে শহরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল। যদিও স্থানীয় জনগণের তৎপরতায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতকারীরা সফল হতে পারেনি। সে ঘটনাও খতিয়ে দেখেছেন বিএসএফের আইজি সনোয়াল।

করিমগঞ্জ সফরকালে বিএসএফের ইনস্পেক্টর জেনারেল মৃদুল সনোয়াল ০৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট বিক্রম সিং সহ বিভিন্ন বিওপির কোম্পানি কমান্ডেন্টদের সঙ্গে নিয়ে স্টিমারঘাট রোডের সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশি দুষ্কৃতকারীরা কীভাবে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবগত হন তিনি। করিমগঞ্জ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ সহ কোনও ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যাতে সংগঠিত না হয়, সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে ০৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট বিক্রম সিংকে কড়া নির্দেশ দিয়ে যান ইনস্পেক্টর জেনারেল মৃদুল সনোয়াল। এদিন তিনি শহর লাগোয়া বন্যাক্রান্ত স্টিমারঘাট সহ চাঁদশ্রীকোণা, জগন্নাথী, চড়াকুড়ি ও জবাইনপুর বিওপির সার্বিক পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন। সেই সঙ্গে বন্যা বিধ্বস্ত জেলার বিভিন্ন বর্ডার রোডের হালহকিকতও পরিদর্শন করেছেন সনোয়ান।উল্লেখ্য বিএসএফের ইনস্পেক্টর জেনারেল মৃদুল সনোয়াল এদিন কাছাড় জেলার কাটিগড়ায় অবস্থিত বন্যাক্রান্ত তিনটি বিওপির সার্বিক পরিস্থিতিও সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন।

৫০ লক্ষ প্রতারণা মামলায় বিচারাধীন কারাবন্দি অমিতাভকে পুলিশি রিমান্ডে এনে জেরা করা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের গ্রেফতারের দাবি সুজিতের

শিলচর (অসম), ২৩ মে (হি.স.) : বৈদ্যুতিন চ্যানেলের অনুজ্ঞাপত্র বের করে দেওয়ার বদলে ডিএভিপি সহ সরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের ভুয়ো নথি দেখিয়ে ৫০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে জেল হাজতবাস করতে হচ্ছে বছর কুড়ির এক যুবককে। কালাইনের বাসিন্দা অনুপ ভট্টাচার্যের ছেলে অমিতাভ ভট্টাচার্য (২০) গত ২০২০ সাল থেকে ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজিকে অপব্যবহার করে শিলচর তারাপুরের সংবাদকর্মী সুজিতকুমার চন্দের কাছ থেকে দফায় দফায় ৫০ লক্ষের অধিক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। প্রতারণের শিকার সুজিত চন্দ আজ সোমবার শিলচর প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে অমিতাভ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে যথার্থ নথিপত্র সমেত বেআইনি কার্যকলাপের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। তিনি জানান, বৈদ্যুতিন সংবাদ চ্যানেলের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংগ্রহ করে দেওয়ার নামে এভাবে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে কালাইনের যুবক অমিতাভ ভট্টাচার্য। ভুয়ো সরকারি নথি দেখিয়ে মানুষকে বোকা বানিয়ে দেদার অর্থ হাতিয়ে বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়েছে অভিযুক্ত অমিতাভ। সুজিত জানান, অমিতাভের মিষ্টি কথায় বিশ্বাস করে আজ তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তার প্রতারণামূলক কার্যকলাপ বুঝতে অনেক দেরি হয়েছে সুজিতের। ততক্ষণে প্রায় ৫০ লক্ষ গচ্ছা হয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে ১৪ মে শিলচর সদর থানায় অমিতাভের বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করেন। ওইদিনই কাটিগড়া পুলিশের সহযোগিতায় অমিতাভ ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

শিলচর সদর থানায় আইপিসি ১২০(বি)/৪০৬/৪৬৮/৪৭১ ধারায় ১২৬৪/২০২২ নম্বরে নথিভুক্ত মামলায় তারাপুর টাউন আউট পোস্টের তদন্তকারী আধিকারিক মনাফ আলি তাকে আদালতে সোপর্দ করার পর জেল হাজতে পাঠানো হয়। সুজিতবাবু জানান, অভিযুক্ত অমিতাভ রীতিমতো একটি সিন্ডিক্যাট তৈরি করে এ ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। কালাইনে তার একাংশ বন্ধু ও গুয়াহাটির জনাকয়েক সাঙ্গোপাঙ্গদের ইনফরমেশন টেকনলজি এক্সপার্ট, সাইবার এক্সপার্ট, সাইবার ইঞ্জিনিয়ার সহ বিভিন্ন পদবীর মানুষ সাজিয়ে বেআইনিভাবে অর্থ আদায়ের কারবার চালাচ্ছিল দিব্যি। তাই জেল হাজতে অবস্থানকারী অমিতাভকে পুলিশি রিমান্ডে এনে জেরা করলে প্রতারণামূলক একাধিক ঘটনার চিত্র সামনে আসবে বলে দাবি করেন সুজিতকুমার চন্দ।

চন্দ বলেন, ওয়েব পোর্টেল, মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং ”এমআইবি”র রেজিস্ট্রেশন, ”এমআইবি”র সার্টিফিকেট আসার পর 'রিভিউ' করা, 'টিএলএস' সিকিউরিটি জমা করা, ডিএভিপির 'এ' ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্তি করা সহ ডিএভিপি-র বিওসি ত্মথন্তদ্মত্নদ্রত্বগন্দ্বস্থন.ত্বদ্রদ্ব মেইল থেকে সুজিতের স্থদ্রথ.থন্দ্রগুগন্দ্বস্থন.ত্বদ্রদ্ব মেইলে আসা বিভিন্ন সফটওয়ার ইনস্টলেশনের জন্য খরচ বাবদ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে অমিতাভ। কিন্তু অমিতাভের কথামতো যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও যখন চ্যানেলটি চালু হচ্ছে না, বিজ্ঞাপনের ৪৪ লক্ষ টাকার বিল মেইলের মাধ্যমে জমা করার পর দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও পেমেন্ট না আসায় সুজিতের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। পরে তিনি কালাইনে গিয়ে জানতে পারেন সফটওয়ার ইনস্টলেশনের জন্য গুয়াহাটি আইটি সলিউশনের সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অমিতাভ যে ছেলেটিকে পরিচয় করিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে সেই ভুয়ো ইঞ্জিনিয়ার আসলে কালাইনের পাপ্পু ওরফে নীল সরকার।নীল নাকি স্বীকার করেছে, সে কোনও ইঞ্জিনিয়ার নয়। অমিতাভের টোপে লোভের বশীভূত হয়ে সে কাজ করেছে। নীল সরকারের প্রদত্ত তথ্যবলি সহ কাটিগড়া থানার ওসির সঙ্গে আলোচনা করলে ওসি এসে অমিতাভকে গ্রেফতার করে তার কালাইনের বাড়ি থেকে দুটি মোবাইল, একটি ল্যাপটপ, ইউটিবি নামে আরও একটি চ্যানেলের সার্টিফিকেট-নথিপত্র সহ অনাথ আশ্রমের নামেও বেশ কিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেন ইউটিবি সম্পর্কে খবর নিয়ে জানা যায়, কালাইন দিগরকাল এলাকার এক বাসিন্দাকে এভাবে স্যাটেলাইট নিউজ চ্যানেলের ভুয়ো কাগজপত্র দিয়েও প্রচুর টাকা হাতিয়েছে সে। এছাড়াও অসমের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির সার্টিফিকেট জালিয়াতি করার অভিযোগে ২০২০ সালে কাছাড়ের তখনকার এডিসি সুমিত সাত্তায়নের নির্দেশে অমিতাভ সহ অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কাটিগড়ার সার্কল অফিসারের এজাহারের ভিত্তিতে কাটিগড়া থানায় জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়। ওয়ারেন্ট ইস্যু হলেও আসামীদের গ্রেফতার করা হয়নি। পরে এডিসি ও সার্কল অফিসার বদলির হলে পুরো ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যায়, জানান সুজিত চন্দ। এছাড়া ন্যাশনাল হাইওয়েতে টোল গেট বসানোর জন্য একটি ভুয়ো ”এনজিও”র নামে প্রধানমন্ত্রী দফতরের নাম ব্যবহার করে জাল সার্টিফিকেট দিয়ে ন্যাশন্যাল হাইওয়েতে গেট বসানোর অপচেষ্টা চালায় অমিতাভ, অভিযোগ করেছেন সুজিতকুমার চন্দ। তাই তাকে রিমান্ডে এনে জেরা করলে ওই সব ঘটনাবলির সত্যতা বেরিয়ে আসবে বলে মনে করেন তিনি।

সুজিত চন্দ আরও বলেন, গত দু-বছরে অমিতাভের মা হ্যাপি ভট্টাচার্যের নামে পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের কালাইন শাখার অ্যাকাউন্টে ৫ থেকে ৬ কোটি টাকার আদান-প্রদান হয়েছে বলে সুজিতকে জানিয়েছে অমিতাভ। প্রয়োজনে অমিতাভের দুটি মোবাইল নম্বরের কল রেকর্ডিং যাচাই করলে সত্যতা বেরিয়ে আসবে বলেও দাবি করেন তিনি। তাই তাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাতে, প্রয়োজনে নার্কো টেস্ট করারও দাবি জানান ভুক্তভোগী সুজিতকুমার চন্দ।

রাজ্যের বাজারে এসেছে মরশুমি ফল আনারাস। সোমবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

লামডিং-বদরপুর পাহাড়লাইন এবং শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোর নির্মাণকাজের তদন্ত দাবি সমুজ্জ্বলের

হাফলং (অসম), ২৩ মে (হি.স.) : লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ প্রকল্পের কাজ এবং শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোর নির্মাণকাজের তদন্ত দাবি করেছেন সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)-র মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত ডিমা হাসাও জেলার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনে এসে আসু-র মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে এসেছে তা লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ প্রকল্প ও শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোর নির্মাণ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে না হওয়ায় সংঘটিত হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ তুলেন তিনি।

সমুজ্জ্বল বলেন, ডিমা হাসাও জেলার সাধারণ মানুষের একই অভিযোগ। তাই এই দুটি প্রকল্পের নির্মাণকাজ নিয়ে অবশ্যই তদন্ত হওয়া উচিত। সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় ভূমিধ্বলন ও বন্যায় রেলপথ এভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও কেন্দ্রীয় সরকার চুপ। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষও চুপ করে রয়েছে। এত বড় বিপর্যয়ের পর কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এখানে আসার প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি বলেন, জনগণের জীবন নিয়ে খেলার কোনও অধিকার রেল বিভাগের নেই। সমুজ্জ্বলের অভিযোগ, মাটির গুণগত মান অধ্যয়ন না করেই রেলপথ নির্মাণ ও চার লেন সড়ক নির্মাণ করে এই বিপর্যয় ডেকে আনা হয়েছে।

তিনি বলেন, শিলচর-সৌরাষ্ট্র চারলেন সড়ক নির্মাণের আগেই সড়কপথ বহু জায়গায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে শুধু বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্মাণকাজগুলি না হওয়ায়। সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য আরও বলেন, আজ থেকে একশো বছর আগে বিটিশরা যে লামডিং-বদরপুর মিটার গেজ রেলপথ নির্মাণ করেছিল, তা আজ পর্যন্ত অক্ষত, রেলপথের টানেল এবং সেতুগুলিও অক্ষত রয়েছে। তাই লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথ ও শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোর নির্মাণকাজ নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন আসু-র মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য।

এদিকে লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথ মেরামতি করে সচল করে তুলতে রেলমন্ত্রক ১৮০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। তাছাড়া পাহাড় লাইনকে সচল করে তুলতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রেলপথ মেরামতি ও সারাইয়ের কাজ চলছে। এছাড়া নিউহাফলং স্টেশনে যাওয়ার সংযোগী পথটির বেশ কিছু জায়গায় ভয়ঙ্কর ভূমিধ্বলন সংঘটিত হওয়ায় পথটি বন্ধ রয়েছে। এবার ধস সরিয়ে এই পথ সচল করে তুলতে নির্মাণ সংস্থা কাজে হাত দিয়েছে। ধস সারাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরই নির্মাণ সংস্থা তাদের নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে আসবে নিউ হাফলং স্টেশনে।

নির্মান সংস্থার জনৈক কর্মী সোমবার জানান, নিউহাফলং স্টেশনে যাওয়ার সংযোগী পথটি ধস সরিয়ে চলাচলের উপযোগী করে তুলতে আরও দুই তিনদিন সময় লেগে যেতে পারে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় জাপান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, দুদেশ প্রাকৃতিক অংশীদার : প্রধানমন্ত্রী মোদী

টোকিও, ২৩ মে (হি.স.) : ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে টোকিও। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টোকিওতে এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় ভারত ও জাপানের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত সংযোগের কথাও স্মরণ করেন। তিনি বলেন, বিশ্বকে আজ ভগবান বুদ্ধের দেখান পথে চলতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ভারত এবং জাপান প্রাকৃতিক অংশীদার। ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় জাপান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জাপানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতা, আধ্যাত্মিকতা, সহযোগিতা এবং আত্মীয়তার। ভগবান বুদ্ধের দেখান পথ অনুসরণ করার জন্য আজকের বিশ্বের অনেক প্রয়োজন। আজকের বিশ্বের মুখোমুখি সমস্ত চ্যালেঞ্জ থেকে মানবতাকে বাঁচানোর এই পথ।

প্রধানমন্ত্রী ভারতের ভ্যাকসিন মৈত্রী কর্মসূচির বিষয়েও বিস্তৃতভাবে বলেন, বিশ্বজুড়ে দেশগুলিতে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছে।

তিনি বলেন, ভারত গৌতম বুদ্ধের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট সৌভাগ্যবান। ভারত ক্রমাগত মানবতার সেবা করছে। চ্যালেঞ্জ যত বড়ই হোক না কেন, ভারত এর সমাধান খুঁজে বের করবে। এমনকি গত একশো বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংকটের সময়েও, ভারত সারা বিশ্বের মানুষকে সাহায্য করেছে।

দুদিনের জাপান সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করবেন।

বিশ্বের ১৫টি দেশে ছড়াল মাঙ্কি পক্স, করে আক্রান্ত অস্ট্রিয়া

জেনেভা, ২৩ মে (হি.স.): নতুন করে আরও একটি দেশে ছড়িয়েছে মাঙ্কিপক্স। এবার মাঙ্কিপক্স-এ আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হল অস্ট্রিয়ায়। এ নিয়ে বিশ্বের ১৫টি দেশে ছড়াল রোগটি। প্রথম মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায় যুক্তরাজ্যে। এরপর ইউরোপের স্পেন, জার্মানি, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, ইতালি ও সুইডেনেও এই রোগে আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়। এরপর রবিবার ইসরায়েল ও সুইজারল্যান্ডে মাঙ্কি পক্সের রোগী শনাক্ত হয়। ইসরায়েল ও সুইজারল্যান্ড জানিয়েছে, তাদের দেশে একজন করে রোগী শনাক্ত হয়েছে। তারা সম্প্রতি বিদেশ সফর করে এসেছে। ইসরায়েল সন্দেহভাজন আরও কয়েকজন রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। এই তালিকায় এবার যোগ হল অস্ট্রিয়া।

পাম তেলের ওপর থেকে রফতানির নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল ইন্দোনেশিয়া

জাকার্তা, ২৩ মে (হি.স.): অবশেষে ইন্দোনেশিয়া থেকে উঠল পাম তেলের ওপর থেকে রফতানির নিষেধাজ্ঞা। সোমবার থেকে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কার্যকর হয়। অভ্যন্তরীণ বাজারে সংকট দেখা দেওয়ায় গত ২৮ এপ্রিল সব ধরনের পাম তেল রফতানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ইন্দোনেশিয়ার সরকার। এরপরই বিশ্বে পাম তেলের দাম উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। কারণ বৈশ্বিক চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ পাম তেল একাই সরবরাহ করে ইন্দোনেশিয়া।

স্থানীয় বাজারে ভোজ্যতেলের দাম নামানোর লক্ষ্যে ইন্দোনেশীয় সরকার পাম তেল রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণ না হওয়ার আগেই দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে তীব্র চাপের মুখে তিন সপ্তাহ পর শেষপর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে বাধ্য হয় উইদোদো প্রশাসন।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইন্দোনেশিয়া পাম তেল রফতানি বন্ধ ঘোষণার পর দেশের বাজারেও দাম বেড়েছিল। এবার দেশটি আবার পাম তেল রফতানি শুরুর ঘোষণায় দাম কমতে শুরু করেছে দেশে। কয়েক দিনের ব্যবধানে মণপ্রতি পাম তেলের দাম কমেছে অন্তত ২০০ টাকা।

দেশে ভোগ্যপণ্যের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে। সেখানকার কয়েকজন ব্যবসায়ী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ইন্দোনেশিয়ার পুনরায় পাম অয়েল রফতানির ঘোষণা, মালয়েশিয়ায় পাম তেলের বুকিং রেট কমে যাওয়া, দেশের বাজারে পরিশোধিত পাম তেলের সরবরাহ বৃদ্ধির প্রভাবে পাইকারিতে দাম কমছে। দাম বেড়ে যাওয়ায় খুচরায় চাহিদাও কমে গেছে। এখন সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে কমেই বিক্রি হচ্ছে পাম তেল।

ইন্দোনেশিয়ায় পাম তেল রপ্তানি বন্ধের প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার রাজধানী জাকার্তায় বিক্ষোভ করেন শত শত কৃষক। সরকারের ওই সিদ্ধান্তে রোজগার অর্ধেকে নেমে যায় বলে অভিযোগ করেন তারা। নিষেধাজ্ঞা দ্রুততম সময়ে প্রত্যাহার না হলে এর চেয়েও বড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন দেশটির পাম চাষিরা। এ অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার পাম তেল রফতানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

কার্তি চিদাম্বরমের প্রাক্তন সহকারীর সিবিআই হেফাজত তিনদিন বাড়ল

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.) : চিনা নাগরিকদের ভিসার জন্য ঘুষ নেওয়ার মামলায় কার্তি চিদাম্বরমের প্রাক্তন সহকারী এস ভাস্কর রমনের সিবিআই হেফাজতের মেয়াদ তিনদিন বাড়াল দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত। বিশেষ বিচারক এম কে নাগপাল তিনদিনের জন্য সিবিআই হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ভাস্কর রমনের সিবিআই হেফাজতের মেয়াদ আজ শেষ হওয়ার পরে তাকে সিবিআই আদালতে পেশ করা হয়েছে। গত ১৮ মে ভাস্কর রমনকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। সিবিআই অনুসারে, ২০১১ সালে মানসার তালওয়ান্ডি সাবো পাওয়ার লিমিটেড (টিএসপিএল) বেল টুলস লিমিটেডকে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছিল, যা এস ভাস্কর রমনকে একটি চিনা ভিসার জন্য ঘুষ হিসাবে দিয়েছিল। গত ২০ মে কার্তি চিদাম্বরমের আগাম জামিনের আবেদনের শুনানির সময় আদালত সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছিল যে কার্তি চিদাম্বরমকে গ্রেফতার করা প্রয়োজন কিনা তা তিন দিন আগে জানাতে।

অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর**

মেয়র। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাস্তাটি মেরামত না করা হলে পুনরায় তারা আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এদিন।

বিষধর

● **প্রথম পাতার পর**

সুচিত্রা দেববর্মাকে। তারা সাপটিকে বিছানা থেকেই উদ্ধার করে। তবে বিষাক্ত সাপের কামড়ের জীবন দায়ী ওষুধ মহকুমা হাসপাতালে না থাকার কারনেই ফের একবার মৃত্যু হল রোগীর।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরায় রাবার বিক্রি হতো প্রতি কেজি ৯০ টাকা থেকে ১০০ টাকায়। কিন্তু বর্তমানে তা বিক্রি হচ্ছে ১৫০ থেকে ১৭০ টাকায়। ত্রিপুরার আনারস, বাঁশের বোতল ইত্যাদি আজ আন্তর্জাতিক পরিচয় পেয়েছে। ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য ১০০টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুল চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, কিল্লা ব্লকে এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৭৪০ জন পিএম- কিষাণ প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্রকুমার জানান, গোমতী জেলায় এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পে ৬ হাজার ৫৯৪টি পাকা আবাস নির্মাণের কাজ চলছে। পিএম-কিষাণ প্রকল্পের আওতায় এসেছে জেলার ৪২ হাজার ২৩৭ জন কৃষক। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা নভোজিত চাকমা। মতবিনিময় অনুষ্ঠানের পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক বিপ্লব কুমার দেব ও অন্যান্য অতিথিগণ কিল্লাপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পোষণ অভিযানে সাধ ভক্ষণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক বিপ্লব কুমার দেব সুবিধাভোগী অনন্ত কিশোর জমাতিয়া, করুণা দেবী জমাতিয়া, বৃন্দা রাণী জমাতিয়া সহ অন্যান্য সুবিধাভোগীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

শ্রীনগর থানার পুলিশের হাতে আটক তিন নেশা কারবারী। ছবি নিজস্ব।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

বর্ষা অনেক সমস্যা তৈরি করছে। তবুও আমি আশা করি যে জানুয়ারির মধ্যে রাস্তাগুলির কাজ শেষ হবে।

এদিকে, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক এবং অসামরিক বিমান পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জেনারেল ড. ভি কে সিং (অবসরপ্রাপ্ত) আজ লংতরাইভ্যালী মহকুমার মনু ব্লকের ময়নামার মাধবচন্দ্র পাড়াতে মাধবচন্দ্র উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য সঞ্জয় দাস ও ধলাই জেলার জেলাশাসক গোভেকর ময়ূর রতিলাল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ড. সিং বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যে যেসব উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ চলছে তা তুলে ধরেন। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রের উন্নয়নের কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশাসন ও সাধারন মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন ও গ্রামীণ এলাকার মানুষের সার্বিক উন্নয়ন। ধলাই জেলায় শীঘই একটি নতুন মেডিক্যাল কলেজের কাজ শুরু হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, ব্যক্তি, পরিবার তথা সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে শিশুদের বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার শিশুদের জন্য গুণগত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা খুবই দরকার। মাধব চন্দ্র উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের এস এম সি চেয়ারম্যান ভুজরঞ্জন চাকমা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উল্লেখ্য, এই নতুন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হবে আরআইডিএফ থেকে। এজন্য ৮.৬৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ৮২০.৭৫ বর্গ মিটার এলাকায় নির্মিয়মান এই বিল্ডিং-এ থাকবে ২২টি ক্লাসরুম, ৩টি সায়েন্স ল্যাবরেটরি, ২টি প্রশাসনিক ব্লক ও ১টি লাইবেরি। তাছাড়া, আজ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সিং জাতীয় ৮(এ) এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও শ্রমিকদের সাথে এব্যাপারে কথা বলেন। তিনি মনুঘাট সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রও পরিদর্শন করেন এবং সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার খোঁজ খবর নেন।

উপনির্বাচন

● **প্রথম পাতার পর**

কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে ত্রিপুরায় উপনির্বাচনের দামামা বাজার অপেক্ষা হচ্ছে। এরই মধ্যে দলের সার্বিক অবস্থা নিয়ে সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ রাজ্য কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ওই বৈঠক সম্পর্কে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী জানান, সম্প্রতি দলের ২৩তম পার্টি কংগ্রেস সম্পন্ন হয়েছে। পার্টির ২৩তম পার্টি কংগ্রেসের পর রাজ্য কমিটির বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কথায়, এদিন রাজ্য কমিটির বৈঠকে পার্টি কংগ্রেসের আলোচিত বিষয় এবং সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে বিস্তারিত চর্চা হয়েছে। তাছাড়া, পার্টি কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের লক্ষ্যে বৈঠকে নেতৃবৃন্দ বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক বলেন, ত্রিপুরার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আগামীদিনের রণকৌশল নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নিয়েও এদিনের বৈঠকে আলোকপাত করা হয়েছে।তাঁর দাবি, বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দল কিভাবে অগ্রসর হবে তা নিয়ে দলীয় নেতৃবৃন্দ বিস্তারিতভাবে মতবিনিময় করেছেন। সেই সুবাদে আজকের বৈঠকটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, শীঘ্রই ত্রিপুরায় ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ঘোষণা হতে চলেছে। উপ-নির্বাচনে পার্টির রণকৌশল নিয়েও বৈঠকে চর্চা হয়েছে।

পৃথক

● **প্রথম পাতার পর**

মারুতির সাথে সজোরে ধাক্কা খায়। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থা ছিটকে পড়ে যুবক। ঘটনাস্থল থেকে প্রথমে যুবককে উদ্ধার করে হাঁপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে যুবকের আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে জিবি হাসপাতাল রেফার করা হয়। জিবি হাসপাতাল বাইক চালক কমল দেবনাথ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। যুবকের মৃত্যুতে গকুলনগর এলাকায় শোখের ছায়া নেমে আসে।

এদিকে, যান দুর্ঘটনা পিছু ছাড়ছে না রাজ্য জুড়ে। ফের আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে কন্টেনার গাড়ি উল্টে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গুরুতর আহত গাড়ির চালক এবং সহ চালাক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন নেতাজি নগর লোকনাথ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় গভীর রাতে।

সংবাদে জানা যায়, কন্টেইনার গাড়ি আমবাসা দিক থেকে আগরতলা উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। দ্রুত গতিতে আসার ফলে গাড়িতে হঠাৎ করে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।নেতাজি নগর লোকনাথ আশ্রম সংলগ্ন জাতীয় সড়কে আসা মাত্রই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা দেয়। তাতে কন্টেনের গাড়িটি উলটে যায় জাতীয় সড়কের মধ্যে। বৈদ্যুতিক খুঁটি গাড়ির ধাক্কায় ভেঙ্গে ভুপতিত হয়। এদিকে গাড়ি উল্টে যাওয়া এবং বৈদ্যুতিক খুঁটি ভাঙ্গার বিকট শব্দে আওয়াজ শুনে এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।এলাকাবাসীরা এসে দেখতে পায় গাড়ি থেকে গাড়ির চালক এবং সহ চালক দুজনের রাস্তার মধ্যে ছিটকে পড়ে রয়েছে।খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া দমকল কর্মীদের। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আহত অবস্থায় দুই জনকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহতরা হলেন, চালক জিতেন শুকনমি এবং সহ চালক সুরা বর্দি। এদিকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বর্তমানে দুজনের চিকিৎসা মহাকুমার হাসপাতাল এ চলছে। এদিকে পুলিশ একটি যান দুর্ঘটনা মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

গ্রেফতার তিন

● **প্রথম পাতার পর**

চাঞ্চল্যকর তথ্য। নেশা বিরোধী অভিযানে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারাই নাকি নেশা কারবারের মাস্টারমাইন্ড। যে জনগণকে রক্ষা করার কথা পুলিশ প্রশাসনের এবার সেই পুলিশেরই এক ইন্সপেক্টর সাধারণ জনগণের কাছে নেশা বাণিজ্যের জন্য গণধোলাই খেলো। বলা চলে, কলঙ্কিত রাজ্য পুলিশ! ফেন্সিডিল পাচারের সময় গণধোলাই খেল পুলিশ ইন্সপেক্টর। ফেন্সিডিল পাচারকারী পুলিশ ইন্সপেক্টরের নাম সুরেশ দেববর্মা। জানা যায়, রবিবার গভীর রাতে তাকে ফেন্সিডিল সহ আটক করে শ্রীনগর থানাধীন গার্বদি এলাকাবাসী। তার সাথে আরও ২ জনকে আটক করতে সক্ষম হয় এলাকাবাসীরা। বাকী দুজন প্রদ্যোৎ রূপিণী এবং বীরেন্দ্র দেববর্মা। পরে এলাকাবাসী ৩ জনকে গণধোলাই দিয়ে শ্রীনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অভিযুক্ত ইন্সপেক্টর সুরেশ দের্ববমার বাড়ি জারুলবাচাই এলাকায়। ধৃত পুলিশ অফিসার সহ তিনজনের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানান এস ডি পি ও। পুলিশের ধারণা অভিযুক্ত তিনজনের সাথে আরো অনেকেই জড়িত রয়েছে। এতে রী তি মতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। তবে নেশার পাচার কাণ্ডে যদি প্রশাসনের একাংশই যুক্ত থাকে তবে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা প্রশাসনের ভেতরে থাকা সেই সকল মুখোশধারীদের চিহ্নিত করুক। দাবি উঠেছে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে।

দ্রব্যমূল্য

● **প্রথম পাতার পর**

কংগ্রেসে যোগদানের পর কংগ্রেস দল নতুন করে অক্সিজেন যোগাতে শুরু করেছে। প্রাক্তন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন কংগ্রেস দলে যোগদান করার পর প্রায়শই শাসক দলের রক্তচক্ষুর বিপরীতে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। এবার নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র অর্থাৎ ৬ আগরতলায় প্রচারে ঝড় তুললেন ওই কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। "মেহেঙ্গাই মুক্ত ভারত" - এই শ্লোগানকে সামনে রেখে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে প্রদেশ কংগ্রেস দল। এ দিনের মিছিলে নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মন।

ক্রীড়া

রয়েছে স্কুটার, তবু সাইকেল চালিয়েই কেন অনুশীলনে যান অর্শদীপ

আইপিএলের সাফল্য দরজা খুলে দিয়েছে ভারতীয় দলের। পঞ্জাব সুপার কিংসের জোরে বোলার অর্শদীপ সিংহ ডাক পেয়েছেন ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে। তাঁর এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়। রবিবার আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগেই সুখবর পান অর্শদীপ। সঙ্গে সঙ্গে তা ফোন করে জানান মা বলজিত কউরকে জানান বাঁহাতি জোরে বোলার। আইপিএলের অর্শদীপ নজর কেড়েছেন বল হাতে। উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি রান দিয়েছেন বেশ কম। বিশেষ করে ডেথ ওভারে তাঁর আঁটোসাঁটো বোলিং বিশেষ প্রশংসিত হয়েছে। ছেলে ভারতীয় দলে সুযোগ পেতে পারে, এমন আশা করেছিলেন বলজিতও। রবিবার সন্ধ্যায় যখন ছেলের ফোন পান, তখন বাড়িতে পুজো করছিলেন। ছেলের সাফল্য দারুণ খুশি তিনি। পঞ্জাবের তরুণ জোরে বোলারের মা বলেছেন, ‘‘অর্শদীপ সব ম্যাচের আগেই আমাকে ফোন করে। আশীর্বাদ চায়। রবিবার ভিডিয়ো কল করেছিল। তখন পুজো করছিলাম। আমাকে বলে, ‘মা দারুণ খবর আছে। আমি ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছি।’ ওর কথা শুনে চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। তার পরেই সতীর্থরা ওকে ঘিরে দলের বাসের মধ্যেই ভাঙড়া নাচতে শুরু করে। তখন আমি উপলব্ধি করতে পারলাম, অর্শদীপের জীবনে এটা কত বড় মুহূর্ত। ওকে কখনও ক্লান্ত হতে দেখি না।’’ তিনি মজা করে বলেছেন, ‘‘অনুশীলনের পর আমাকে মেসেজ করে। এ বার বাড়ি এলে ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে যাওয়ার আগে ওকে আমিও একটা বড় মেসেজ দেব। ওর পথটা খুব সহজ ছিল না। ভারতীয় দলের টুপি পাওয়াই আমাদের জন্য সব থেকে আনন্দের মুহূর্ত হবে।’’ অর্শদীপকে ছোট থেকে ক্রিকেটে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁর বাবা দর্শন সিংহ। তিনি পেশায় নিরাপত্তা আধিকারিক। বাড়ির কাছের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার সময় দর্শন দেখেন, অর্শদীপ ছোট ছোট ইনসুইং করাচ্ছে। তা দেখেই তিনি ছেলেকে ভর্তি করে দেন চণ্ডীগড়ে যশবন্ত রাইয়ের প্রশিক্ষণ শিবিরে। ছোট অর্শদীপ তখন থেকেই খারার থেকে চণ্ডীগড় সাইকেলে যাতায়াত করতেন ক্রিকেট শেখার জন্য। অর্শদীপের ছোট বেলার কোচ যশবন্ত বলেছেন, ‘‘যখন অর্শদীপ প্রথম আমার অ্যাকাডেমিতে আসে, তখনই ওর সুইং করানোর ক্ষমতা দেখে চমকে যাই। তখন ওর উচ্চতাও ভাল ছিল। অনেক উঁচু থেকে বল ছাড়তে পারত। এখনও মনে আছে, নিজে থেকেই ওভারের ছ’টা বল ছয় রকম করার চেষ্টা করত। অবশ্যই নিখুঁত বল করতে পারত না তখন। কিন্তু ওকে দেখে মনে হয়েছিল ক্রিকেট নিয়ে এগোতে পারে।’’ সাইকেল খুব প্রিয় অর্শদীপের। দিনের কোনও না কোনও সময় তাঁকে সাইকেল চালাতেই হয়। ক্রিকেট শিখতে গিয়েই তাঁর সাইকেল প্রেম। ২০১৮ সালে অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য অর্শদীপ। প্রিয় ছাত্র সম্পর্কে যশবন্ত বলেছেন, ‘‘একদিনের কথা মনে আছে। তখন গরমকাল। সকাল সাড়ে পাঁচটার অনুশীলনে আসতে অর্শদীপের একটু দেরি হয়েছিল। কারণ জানতে চাইলে বলে, ‘স্যর যে কোনও শাস্তি দিয়ে দিন।’ অনুশীলন শেষে লক্ষ্য করি পার্কিংয়ের জায়গায় ওর সাইকেল নেই। জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, ওর সাইকেলটা ভেঙে গিয়েছে। খারার থেকে এতটা পথ হেঁটে এসেছে অনুশীলনের জন্য। এটা চাইলে আমাকে শুরুতেই বলতে পারত। কিন্তু ও কোনও অজুহাত দিতে চায়নি। ক্রিকেটের প্রতি ওর ভালবাসা দেখে সে দিন মনে হয়েছিল, এক দিন দেশের হয়ে খেলবে অর্শদীপ।’’ এখনও নিয়মিত যশবন্তের কাছে অনুশীলন করেন অর্শদীপ। অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপের পর যশবন্ত ছাত্রের বোলিংয়ে সামান্য কিছু পরিবর্তন করেছেন। যোগ করেছেন বৈচিত্র্য। প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০টা ইয়র্কার অনুশীলন করেন উইকেটে সামনে জুতো রেখে। বিভিন্ন লেংথে বল করারও অনুশীলন করেন প্রতিদিন। গতির হেরফের করানোও ছাত্রকে শিখিয়েছেন যশবন্ত। আইপিএল শুরুর আগে দিয়েছেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সফল হওয়ার পাঠ। অনুশীলনে যাওয়ার সুবিধার জন্য অর্শদীপকে ১৮ বছর বয়সে একটা স্কুটার কিনে দেন তাঁর বাবা। তবু সুযোগ পেলেই এখনও সাইকেলে চালিয়েই অ্যাকাডেমিতে যান অর্শদীপ। দর্শন বলেছেন, ‘‘এক বার যেটা অভ্যাস করে নেয়, সেটা আর বদলায় না সহজে। সকালে ওঠা, সাইকেল চালানো সবকিছুই। দেশের হয়ে সাফল্য পেলে, তবেই আমরা উৎসব করব। তার আগে নয়। সেটা অর্শদীপকেও বলে দিয়েছি।’’

শ্রীদামকে ছাপিয়ে গেলেন রজত, অর্জুন, সদর-মোহনপুরের ফাইনাল ম্যাচ টাই

মোহনপুর-১৭৫/৭
সদর-১৭৫/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।।অবিশ্বাস্য এবং দুরন্ত ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত ফাইনাল ম্যাচ শেষ হলো টাই। ম্যাচ মোহনপুরের গড়া ১৭৫ রানের জবাবে সদর মহকুমা ১৭৫ রান করতেই সক্ষম হয়। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচ একসময় সদরের হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। যখন ১০.৪ ওভারে ৬৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বসেছিলো সদর। ওই অবস্থায় অর্জুন দেবনাথ এবং রজত দে যেভাবে ব্যাট করলেন তা প্রশংসার দাবি রাখেন। বৃষ্টির জন্য এদিন ম্যাচ শুরু হতে দেরী হয়। ফলে ওভার কমিয়ে ২০ করা হয়। মোহনপুর প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে বিশাল ১৭৫ রান করে। ৩ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে সদরের বোলারদের কার্যত শাসন করেন শ্রীদাম পাল। শ্রীদামের চওড়া ব্যাটে দ্রুত স্কোর বোর্ডে রান আসতে থাকে মোহনপুরের। বেশ কয়েকবার অনেকটা অনায়াসেই সীমানার বাইরে বল পাঠাতে দেখা গেছে রাজ্য দলের ওই প্রতিভাবান ব্যাটসম্যানটিকে। মাত্র ৩৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি বিশাল ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৫ রান করে শ্রীদাম গোটা দলকে অক্সিজেন দিয়ে যান। এছাড়া দলের পক্ষে স্পিডস্টার অজয় সরকার ৩১ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ এবং চিরঞ্জীব দেবনাথ ১৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি বিশাল ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান। সদরের পক্ষে অর্জুন দেবনাথ (২/২৬) এবং চিরঞ্জীৎ পাল (২/২৬) সফল বোলার। বিশাল রানের নীচে চাপা পড়ে শুরু থেকেই উইকেট হারাতে থাকে সদর মহকুমা। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় সদর মহকুমা। দলীয় ৩ রানের মাথায় পল্লব দাসকে হারানোর পর। এর পর বিশাল ঘোষের সঙ্গে নিরুপম সেন চৌধুরি ৩৭ রান যোগ করেন। বিশাল ২০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং নিরুপম ২৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি বিশাল ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ রান করেন। ব্যর্থ হয়েছেন কৌশল আচার্য (৬)। ৬৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে সদর মহকুমা যখন খাদের কিনারায় তখনই ম্যাচের যাবতীয় দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন রজত দে এবং অর্জুন দেবনাথ। ওই জুটি সেট হতেই রুদ্রমূর্তি ধারন করেন। অর্জুন অনবরত বল সীমানার বাইরে পাঠাতে থাকেন। ওই জুটি শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে দলকে ১৭৫ রানে পৌঁছে দেন। অর্জুন ৩২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি বিশাল ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ রানে এবং রজত ২৮ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি বিশাল ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১ রানে অপরাজিত থেকে যান। খেলা শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

ঘরোয়া ফুটবলে ঘর গোছালো ফরোয়ার্ড, এগিয়ে চলো, ত্রিবেনী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। ঘর গুছিয়ে নিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব ও এগিয়ে চলো সংঘ। ঘরোয়া ফুটবলের দলবদলের তৃতীয় দিনে। অমিত জমাতিয়া ,রতন কিশোর জমাতিয়া, বিনোদ কুমার জমাতিয়া, আবর্ন হরি জমাতিয়া, সুকান্ত জমাতিয়া, জাবেদ ডারলং থেকে গেলেন ফরোয়ার্ড ক্লাবেই। অপরদিকে নতুন করে সুস্থ হরি জমাতিয়া ব্লাডমাউথ থেকে, বয়ার জমাতিয়া এগিয়ে চলো থেকে , জগৎ হরি জমাতিয়া জুয়েলস থেকে ফরওয়ার্ড ক্লাবে সই করলেন। ত্রিবেনী সংঘের হয়ে খেলার জন্য সই করলেন কাওতাল জমাতিয়া, ভদ্র সাধন জমাতিয়া, শস্যাংক কুমার জমাতিয়া, সাধন জমাতিয়া,খাওরাং জমাতিয়া, শান্তা জয় রিয়াং, সঞ্জিত দেববর্মা, শিবা দেববর্মা, সহদেব দেববর্মা, বিপুল দেববর্মা ও সহদেব দেববর্মা, খোচাঙ জমাতিয়া, বাবন দেবনাথ এবং মঙ্গল সিং দেববর্মা। একই ভাবে এদিন প্রিয়া কর্মকার, খুসবু ঠাপা মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টার থেকে চলমান সংঘে সই করলেন। এগিয়ে চলোতে এদিন সই করলো স্টিফেন পল ডারলং, বালক সাধন জমাতিয়া, প্রীতম সরকার, অরণ্য কলই, নাইসা জমাতিয়া,করন কলই, বীর নারায়ণ জমাতিয়া, বুদ্ধ দেববর্মা, পারভেজ ভূঁইয়া।

জাতীয় দলে ফিরে কী বার্তা দিলেন আবেগপ্রবণ কার্তিক

আইপিএলের দুরন্ত পারফরম্যান্সের জন্য ফের ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছেন দীনেশ কার্তিক। যে লক্ষ্য নিয়ে নিজের ব্যাট করার ধরন বদল করেছিলেন, তা পূরণ হওয়ায় খুশি এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন কার্তিক। আইপিএলে তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিংই একরকম জাতীয় নির্বাচকদের বাধ্য করেছে দলে রাখতে। ৩৭ বছরের ক্রিকেটার জাতীয় দলে ফিরতে পেরে দারুণ খুশি। ২০১৯ সালে এক দিনের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ বার তিনি খেলেন দেশের হয়ে। জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের পর কার্তিক কিছুটা আবেগপ্রবণ। তিনি নেট মাধ্যমে লিখেছেন, ‘‘আপনি যদি নিজের উপর বিশ্বাস রাখেন, তা হলে সব কিছুই পেতে পারেন।’’ তাঁকে সমর্থন করার জন্য এবং তাঁর উপর আস্থা রাখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আগামিদিনে আরও পরিশ্রম করার কথাও বলেছেন তিনি। তামিলনাড়ুর এই ক্রিকেটার ২০০৪ সালে প্রথম ভারতীয় দলে সুযোগ পান। কিছু দিন আগেই তিনি জানান, নির্দিষ্ট লক্ষ্যেই নিজের খেলায় পরিবর্তন করেছেন। সেই লক্ষ্য যে ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন, তাও জানান কার্তিক। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘‘আমি খুব খুশি। এটা আমার জন্য সন্তুষ্টির। এটাই সম্ভবত আমার সবথেকে স্মরণীয় ফিরে আসা। কারণ, অধিকাংশ মানুষই আমাকে নিয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।’’ তিনি আরও বলেছেন, ‘‘দলে ফেরার জন্য আমি সব কিছু করেছি। কোচ অভিষেক নায়ারের পরামর্শে খেলায় কিছু পরিবর্তন করেছি। সেটা আমাকে নিলামের সময়ও সুবিধা দিয়েছিল। আমার এই পারফরম্যান্সের জন্য বেঙ্গালুরুর কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার এবং ক্রিকেট সংক্রান্ত বিষয়ের নির্দেশক মাইক হেসনেরও কৃতিত্ব প্রাপ্য। ওঁরা আমাকে নিজের খেলা খেলতে দিয়েছেন। আমি শুধু দলের জন্য নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছি। সব মিলিয়ে আমি খুব খুশি।’’ অনেক তরুণ ক্রিকেটার উঠে আসা সত্ত্বেও তাঁর কথা বিবেচনা করায় কার্তিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন জাতীয় নির্বাচক, জাতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড় এবং অধিনায়ক রোহিত শর্মাকেও। তাঁর ভাবনায় যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ রয়েছে, তাও জানিয়েছেন। খেলার সুযোগ পেলে নিজের সেরাটা দেওয়ার ব্যাপারেও তিনি আত্মবিশ্বাসী।

জাতীয় দলে ফের ব্রাত্য, নির্বাচকদের কটাক্ষ করে টুইট কেকেআর ক্রিকেটারের

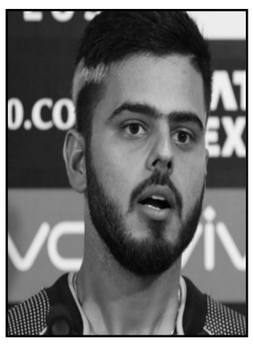

রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল বেছে নিয়েছে বিসিসিআই। উমরান মালিক, অর্শদীপ সিংহের মতো আইপিএলের তরুণ ক্রিকেটাররা সুযোগ পেলেও জায়গা হয়নি নীতীশ রানার। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটার এ বারও ব্রাত্য থেকে গিয়েছেন। দল ঘোষণার পরেই কয়েক শব্দে টুইট করে নির্বাচকদের কটাক্ষ করেছেন তিনি। নীতীশ লিখেছেন, ‘পরিস্থিতি খুব তাড়াতাড়ি বদলাতে চলেছে।’ অর্থাৎ নীতীশ এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, খুব দ্রুতই হয়তো ভারতীয় দলে জায়গা পেতে চলেছেন তিনি। তার জন্য যা পরিশ্রম করার সেটাই করবেন তিনি। উল্লেখ্য, জাতীয় দলের হয়ে এখনও পর্যন্ত একটি এক দিনের ম্যাচ এবং দু’টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। এ বারের আইপিএলে ১৪ ম্যাচে ৩৬১ রান করেছেন নীতীশ। কলকাতার হয়ে মাঝের দিকে ব্যাটিং করতে নেমে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ইনিংস খেলেছেন তিনি। তবে তাতে দলের সুবিধা হয়নি। প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি কলকাতা। টি-টোয়েন্টি সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলী, যশপ্রীত বুমরার মতো প্রথম সারির ক্রিকেটারদের। একটানা ক্রিকেট খেলেছেন তাঁরা। অধিনায়ক করা হয়েছে কেএল রাহুলকে। রাহুলের দল আবার প্লে-অফে উঠেছে। যদি ফাইনালে তারা ওঠে, সে ক্ষেত্রে বিশ্রামের খুব বেশি সময় পাবেন না রাহুল।

স্পোর্টস কাউন্সিল-এর সাধারণ বৈঠক স্থগিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল-এর বার্ষিক সাধারণ সভা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। অনিবার্য কারণে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল এর সাধারণ বৈঠক স্থগিত রাখা হয়েছে। পরবর্তী ঘোষণা পর্যন্ত এই বৈঠক স্থগিত থাকবে বলে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল-এর সাধারণ সম্পাদক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, সাধারণ সভায় ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ ছাড়াও আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ সহ বেশকিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা রাখা হয়েছিল আলোচ্যসূচিতে।

রাজ্য অনূর্ধ-৭ দাবা ২৯ শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। রাজ্য অনূর্ধ-৭ দাবা প্রতিযোগিতা ২৯ মে। খেলা হবে এন এস আর সি সিতে। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে হেব আসর। ২৯ জুন সকাল ৯ টায় শুরু হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। আসরে অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ৩৫০ টাকা এন্ট্রি ফি সহ নাম জমা দিতে রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। দুই বিভাগের প্রথম ৪ দাবাড়ুকে পুরস্কৃত করা হবে।

সাব জুনিয়র মহিলা হকিতে হরিয়ানা চ্যাম্পিয়ন, রানার্স ঝাড়খন্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। জাতীয় চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছে হরিয়ানা। ঝাড়খন্ড পেয়েছে রানার্সআপ খেতাব। সাব জুনিয়র মহিলা হকি চ্যাম্পিয়নশীপের ফাইনালে হরিয়ানা ২-০ গোলে ঝাড়খন্ডকে পরাজিত করে ভারত সেরার খেতাব পেয়েছে। খেলার দুই অর্ধে বিজয়ী দল দুটি গোল করেছে। মনিপুরের ইম্ফলে আয়োজিত ১২-তম হকি ইন্ডিয়া সাব-জুনিয়র মহিলা ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের ২৫টি রাজ্য দল অংশ নিয়েছিল। রবিবার সকালে টুর্নামেন্টের অপর নির্ণায়ক খেলায় উত্তর প্রদেশ ৩-০ গোলে মধ্যপ্রদেশকে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা দল এতে অংশ নিয়ে জি-গ্রুপে একটিমাত্র খেলার সুযোগ পেয়েছিল। পাঞ্জাব ৩০-০ গোলের বড় ব্যবধানে ত্রিপুরাকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন-এর স্বীকৃতি পেয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে প্রবেশ করেছিল। কার্যত গ্রুপে তৃতীয় দল হিমাচল প্রদেশ অনুপস্থিত থাকায় ত্রিপুরা দলকে আর খেলতে হয় নি। বলাবাহুল্য, পাঞ্জাব কোয়ার্টার-ফাইনালে ঝাড়খণ্ডের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল।

No.F.1(44)(Vol-I)/DWO/N/DMN/NAZ/HIRING/2022-23/371 Dated, 21 May, 2022

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (2ND CALL)

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites item wise separate sealed **QUOTATION** for Hiring of 1(one) No. of vehicle including fuel and driver for Office of the District Welfare Officer, North Tripura Dharmanagar from the eligible bidders Up **Up to 3 PM of 06/06/2022** (office date and hour only) as per following terms condition:

2. 1(one) No. of Maruti Van (Omni/Eco) (Running in good condition to ply in hilly and plain areas and manufactured not earlier than the year 2017 for use in Welfare Department related works to the O/o District Welfare officer, North Tripura (Ceiling limit : Detention charge Rs.700.00 and rate per km is Rs 8.00 (petrol) and to be used as per ceiling limit prescribed in Rule-9(3) of DFPRT, 2019.) Earnest money Rs 3000.00 for each vehicle only.

(Rs. in figures and words

FOMMAT FOR QUOTING RATE

Sl. No	Name of work/item	Qnty	Name and address of bidder or owner of the	Rate for detention per day	Rate per km	Remarks
1.	Maruti Van (Omni/Eco)	1 No				1(one) Year

NB: All Terms and conditions displayed at the Notice Board office of the District Welfare Officer, North Tripura, Dharmanagar.

Sd/- Illegible
District Welfare Officer
North Tripura : Dharmanagar

ICA-C-631/22

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/UDP/02/2022-23 **Dated: -17/ 05 /2022**

SL NO	DNIT NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	EE-IED/UDP/2022-23/03	Hiring of 1(one) No. of vehicle Petrol (Maruti ECO) with driver having commercial license and purchased not earlier than January 2019 for Official use of Divisional officer (Elect), Internal Electrification Division Udaipur, Gomati District, Tripura.	₹ 2,48,000.00	₹ 4,960.00	08 (Eight) Month	Up to 15.00 Hrs on 27-05-2022	At 15.30 Hrs on 30-05-2022	Office of the Executive Engineer Internal Electrification Division, Udaipur, Gomati Tripura.	Appropriate Class

For and on behalf of the Governor of Tripura

(ER. AMIT DEBBARMA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.
Mobile: 9402162303

ICA-C-635-22

Notice Inviting Tender

Sealed Notice Inviting Tender (NIT) are invited in 2 (Two) bid system (Technical bid & Financial bid) by the undersigned on the behalf of the Government of Tripura from the reputed !Ind experienced Manufacturer/Supplier/Agent/Authorized Dealer/Firm/Interest person for supply of **ENT Operating Microscope** for use in ENT Deptt of I.G.M. hospital, Agartala for the year 2022-23.

The NIT form with detailed description of work & terms and conditions will be available from the Medical Superintendent, I.G.M. Hospital, Agartala on any working days during the office hour from 11:00 to 15:00 hours, free of cost upto 06/06/22.

The NIT would be received at the office of the undersigned upto 16:00 hours 03/" /22 by speed post/Courier Service/By Hand and will be opened on next working day if possible, in the office of the Medical Superintendent, I.G.M. Hospital, Agartala. -

Medical Superintendent
I.G.M. Hospital, Agartala.

ICA-C-640-22

আত্মীয়ের সন্ধান চাই

পাশের ছবিটি শ্রীমতি মরণী দত্ত, বয়স -৬৭ ভচর, উচ্চতা-৪ ফুট ৮ ইঞ্চি, গায়ের রঙ-শ্যামলা, চুল-ছোট, পরনে -লাল সাদা রঙেরে ছাপা নাইটি, গত ১৮/০৫/২০২২ইং তারিখ রাত্রি ১০ টা ৫৫ মিনিট সময়ে আগরতলা আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি হন। বর্তমানে মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসারত। আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ কর্মীগণ বহু চেষ্টা করেও উক্ত মহিলার আত্মীয়ের কোন সন্ধান পায়নি।

উপরে উল্লেখিত মহিলার আত্মীয়ের সন্ধান সম্বন্ধে কাহারো জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

যোগাযোগের ঠিকানা

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল — ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩। ও সি ফটিকরায় থানার ফোন নং -০৩৮১-২৩৮-৫৪৫৪

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-287-22

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
গান্ধীঘাট : আগরতলা

নং.এফ.৭৬(১৩০)-আইসিএ/০৯/কালচার‍্যাল তারিখ,আগরতলা, ২৩ মে,২০২২

বিজ্ঞপ্তী

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যের নাট্য দলগুলির কাছ থেকে রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসব আয়োজনের লক্ষ্যে নাটকের স্ক্রিপ্ট আহ্বান করা হচ্ছে। নাটকের থিম হবে, **"আজাদি কা অমৃত মহোৎসব"** এবং **"ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের ৫০ বছর"**। প্রত্যেকটি নাটকের জন্য সময় থাকবে ৪৫ থেকে ৬০ মিনিট এর মধ্যে।

ইচ্ছুক নাট্য দলগুলিকে আগামী ৭ জুন, ২০২২ এর মধ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সংশ্লিষ্ট মহকুমা কার্যালয়ে নাটকের স্ক্রিপ্ট জমা দিতে হবে। রাজ্যভিত্তিক কমিটির দ্বারা নির্বাচিত নাটকের স্ক্রিপ্ট গুলির নাট্য দলগুলিকেই নাট্য উৎসবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে।

অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D/289/22

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রাজ্যের প্রয়াত প্রাক্তন প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিং এর কন্যা লন্দিতা সিং সোমবার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

কৃষকদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। রাজ্যের কৃষকদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পের সুযোগ সুবিধাগুলি প্রান্তিক এলাকার কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আজ অমরপুরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে একথা বলেন কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, রাজ্যে এখন পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ ৪৫ হাজার কৃষক পিএম-কিষাণ প্রকল্পের আওতায় এসেছেন। আগে রাজ্যের কৃষকদের অর্থের জন্য মহাজনদের কাছে যেতে হতো। এখন কৃষকদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা পৌঁছে যাচ্ছে। কৃষিমন্ত্রী বলেন, অমরপুর মহকুমায় কৃষকদের কাছ থেকে ৫ হাজার ৫৮২ মেট্রিকটন ধান সহায়কমূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। কৃষির বিকাশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এজন্য কৃষকদের ভর্তকিতে দেওয়া হচ্ছে অত্যাধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক বিপ্লব কুমার দেব বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ রাজ্যের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। পিএম-কিষাণ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জল জীবন মিশনের মতো প্রকল্পের সুযোগ রাজ্যের সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য গরীব অংশের মানুষের কল্যাণ। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, রাজ্যের জনজাতিদের কল্যাণেও রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় জনজাতিদের সার্বিক বিকাশে ১৩০০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের দীর্ঘদিনের ব শরণার্থী সমস্যার সমাধান করা হয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তরিক প্রয়াসে।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অমরপুর মহকুমাতেই ৭ হাজার ১৭৬ জন কৃষক পিএম কিষাণ প্রকল্পের আওতায় এসেছেন। তারা বছরে ৬ হাজার টাকা করে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়ে যাচ্ছেন। আগে ক'ষকরা প্রতি কেজি ধান ১০-১২ টাকায় বিক্রি করতো। রাজ্য সরকার ক'ষকদের কাছ থেকে এখন ১৯.৪০ টাকায় প্রতি কেজি ধান ক্রয় করছে। এতে কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন। তিনি বলেন, কোভিড অতিমারী পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শিতায়। সারা দেশের গরীব অংশের মানুষকে এই সময়ে বিনামূল্যে জনপ্রতি ৫ কেজি করে চাল দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রায় ২৫ লক্ষ লোক এই কর্মসূচিতে উপক'ত হয়েছেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক র'িৎ দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। জেলাশাসক তার বক্তব্যে জল জীবন মিশন, পিএম কিষাণ ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার জেলাভিত্তিক চিত্র তুলে ধরেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অমরপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মন্টি দেবনাথ, অমরপুর নগর প'ায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, গোমতী জিলা পরিষদের সদস্য ফণীভূষণ চক্রবর্তী, ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা নভোজিত চাকমা প্রমুখ। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অমরপুর ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান সুমন্ত রিয়াং।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে পদ্মশ্রী থাঙ্গা দার্লং

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সাথে বিখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী পদ্মশ্রী থাঙ্গা দার্লং এক সৌজন্য সাক্ষাতকারে মিলিত হন। সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসকক্ষে সৌজন্যমূলক এই সাক্ষাতকারের সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহাকে তিনি পুস্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। মুখ্যমন্ত্রী শিল্পীর শিল্পকর্ম এবং শারিরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন। তাছাড়াও এদিন সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসকক্ষে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, পদ্মশ্রী প্রাপক ত্রিপুরার জিমন্যাস্ট তথা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ অধিকর্তা দীপা কর্মকার, প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিং এর কন্যা নন্দীতা সিং, বিশিষ্ট সাংবাদিক শানিত দেববায়ের নেত'ত্বে সাংবাদিকদের চার সদস্যের এক প্রতিনিধিদল এবং রাজ্য বিধানসভার কর্মীবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাতকারের সময় প্রত্যেকেই মুখ্যমন্ত্রীকে হাতে পুস্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

হরিশনগর চা বাগানে বৃদ্ধাকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ মে।। সোমবার দুপুরে বিশালগড় থানাধীন ২ নং গেইট সংলগ্ন হরিশ নগর চা-বাগানে এক ষাটোর্ধ মহিলাকে অচৈতন্য অবস্থায় পরে থাকতে দেখে এলাকারই এক মহিলা। ঐ প্রত্যক্ষদর্শী মহিলার চিৎকারে জড়ো হয় প্রচুর সংখ্যক জনতা।অচৈতন্য মহিলাকে সনাক্ত করে এলাকার মানুষ। বীনা সিং নামে মহিলার সান স্টোক করে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে।খবর দেওয়া হয় বিশালগড় মহিলা থানায়।মহিলা থানার সাব- ইন্সপেক্টর ঝুমা দাস মৃত মহিলাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যাবস্থা করেন।পরবর্তী সময়ে মৃত বীনা সিং কে ময়না তদন্তের পর মৃতার আত্মীয় পরিজনের হাতে তুলে দেন। তার মৃত্যুতে গোটা হরিশ নগর চা বাগানে শোকের ছায়া নেমে আসে।

কমলাছড়া এডিসি ভিলেজে তিপ্রা মথার ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। সোমবার তিপ্রা মথা দলের উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর প্রতিটি ভিলেজ কমিটিতে গ্রাম সভা করা, দ্রুততার সাথে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন সম্পন্ন করা সহ চার দফা দাবির ভিত্তিতে সোমবার গোটা রাজ্যের প্রতিটি ভিলেজ কমিটি অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করে তিপ্রা মথা দল। এদিন আমবাসা ব্লকের অন্তর্গত কমলাছড়া ভিলেজ কমিটির অফিসেও ডেপুটেশন প্রদান করে তিপ্রা মথা। এদিন ডেপুটেশন প্রদানের আগে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের এক সাড়া জাগানো মিছিল বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন দলের নেতৃত্ব তথা টি টি এ এডিসি ধলাই জোনাল এর চেয়ারম্যান প্রেম লাল মলসম। এদিনের এই কর্মসূচিতে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিলোনীয়ায় তৃণমূলের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৩ মে।। বিলোনিয়ার রাজপথ কাঁপালো তৃনমুল কংগ্রেস। ১৮ এর নির্বাচনের পর , এই প্রথম বারের মতো বিলোনিয়া রাজপথ কাঁপিয়ে শক্তি প্রদর্শন করলো তৃনমুল কংগ্রেস। ২৩ এর নির্বাচনকে পাখির চোখ করে শাসক ও অন্যান্য বিরোধী দলের পাশাপাশি তৃনমুল কংগ্রেসও নেমে পড়লো মাঠে।

দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে বিলোনিয়া তৃনমুল কংগ্রেসের ডাকে বিক্ষোভ মিছিল আয়োজিত হয় সোমবার দুপুরে। বিলোনিয়া এক নং টিলা শ্রমিক স্মৃতি সৌধের সামনে থেকে সংঘটিত হয় বিক্ষোভ মিছিল। এই দিনের আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলে কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি সামিল হন পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃনমুল কংগ্রেসের নেতা রাজীব ব্যানার্জী সহ প্রদেশ তৃনমুল কংগ্রেসের সভাপতি সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। তৃনমুল কংগ্রেসের মিছিল ও সভাকে ঘিরে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশের কঠোর নজরদারি ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো। যাই হোক কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই তৃনমুল কংগ্রেস মিছিল ও সভা সম্পন্ন করতে পারলো বিলোনিয়া তে। বিক্ষোভ মিছিলটি এক নং টিলা থেকে শুরু হয়ে, ব্যাঙ্ক রোড, জগন্নাথ বাড়ি রোড, থানা হয়ে বিকে আই কর্নার, গার্লস স্কুল রোড , কালিনগর রোড, রাজীব কর্নার হয়ে শেষ হয় এক নং টিলা আন্তর্জাতিক শ্রমিক স্মৃতি সৌধের সামনে। মিছিল শেষে হয় সভা। সভাতে আলোচনা রাখেন , পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃনমুল কংগ্রেসের নেতা রাজীব ব্যানার্জী সহ প্রদেশ তৃনমুল কংগ্রেসের সভাপতি সুবল ভৌমিক। এদিনের আলোচনা সভার বক্তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে , তৃনমুল কংগ্রেসের দলে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

আগরতলায় এসআরএফটিআই শাখা খোলার জন্য বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। আগরতলায় কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই) শাখা খোলার জন্য কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করতে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সোমবার তার কর্মকর্তাদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন। .

বৈঠকের পরে চৌধুরী বলেছিলেন যে রাজ্য সরকার ত্রিপুরার প্রতিভাবান যুবকদের চাকরির সুযোগ দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ শুরু করেছে যারা অভিনয় সহ চলচ্চিত্র শিল্পের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা অন্বেষণ করতে ইচ্ছুক।যাদের অভিনয় এবং চলচ্চিত্র সম্পর্কিত অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা রয়েছে তাদের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে আমরা রাজ্যে একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার কাজ করছি। যারা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাদের জন্য রাজ্য সরকার একটি সুবর্ণ সুযোগ দিচ্ছে।

খুব শীঘ্রই এ রাজ্যে ইনস্টিটিউটের কাজ শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী।বৈঠকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব পিকে গয়াল, অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, পিডব্লিউডি বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী দীপক চন্দ্র দাস, সিনিয়র স্থপতি সঞ্জীবন দাস, পিডব্লিউডি-র নির্বাহী স্থপতি, এএমসির পূর্ব অঞ্চলের সহকারী কমিশনার এবং টিএসইসিএল সহ আরও বেশ কয়েকটি বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। .

উল্লেখযোগ্যভাবে, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, রেজিস্ট্রার এবং নোডাল অফিসার নিয়ে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল কলকাতা থেকে আগরতলায় এসেছিলেন। নজরুল কলাক্ষেত্রে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী তাদের সাথে ছিলেন। তারা নজরুল কলাক্ষেত্রের প্রশাসনিক ব্লক, অডিটোরিয়াম, খোলা গ্যালারি ইত্যাদি পরিদর্শন করেন।

এর আগে, চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাসের সাথে কলকাতায় এসআরএফটিআই পরিদর্শন করেন এবং সেখানে কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ইনস্টিটিউটের একটি প্রতিনিধি দল আগরতলা পরিদর্শন করবে এবং অবকাঠামো দেখে কোথায় এটি চালু করা হবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।আজকের বৈঠকে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, খুব শীঘ্রই রাজ্যে ইনস্টিটিউটের কাজ শুরু হবে।

পেঁচারথলে গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পেঁচারথল থানার পুলিশ পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। জানা যায় পেচারথল থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পেচারথল পেট্রলপাম সংলগ্ন এলাকায় একটি লরি আটক করে।

লরিটি আটক করে তল্লাশি চালানোর চেষ্টা করলে লরি চালক লরি ফেলে পালিয়ে যায়। নদীতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ২৬১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। লরিটি আগরতলা থেকে বহির রাজ্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল বলেও সংবাদ সূত্রে জানা গেছে। লোরি সহ উদ্ধার করা গাজা পেচারতল থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। লরি আটক করে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার এ সংবাদে গোটা এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পেচারতল থানার এসআই স্বদেশ দেববর্মা জানিয়েছেন এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কৈলাসহরে বাইক চুরি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। কৈলাশহর এর পঞ্চমনগর এলাকায় বাইক চুরির ঘটনা ঘটেছে। জানা যায় শিক্ষক স্বপন দেববর্মা নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে বাইকটি রেখেছিলেন। সেখান থেকে চোরেরা বাইকটি চুরি করে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে বাইকের মালিক শিক্ষক স্বপন দেববর্মা কৈলাশহর থানা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

তবে এখনো পর্যন্ত বাইক উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই। বাইক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে পঞ্চম নগর সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলিতে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে ইতিপূর্বে ওই এলাকা থেকে এ ধরনের বাইক চুরির ঘটনা ঘটেনি। নতুন করে বাইক চুরির ঘটনায় স্থানীয় জনমনে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কিল্লায় অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে দিদিমনির হাতে গ্যাসের চুলা তুলে দেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

বনকরে নেশা সামগ্রীসহ যুবককে আটক করে পুলিশে দিল জনাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৩ মে।। রবিবার রাত ৯ টায় বনকর এলাকায় তিন যুবক অসামঞ্জস্য চলাফেরার সন্দেহ হওয়াতে বনকরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কিছু যুবক তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকলে তাদের তিনজনের মধ্যে দুজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় । কিন্তু একজনকে তারা আটক করে। যুবকের নাম বিজয় ত্রিপুরা ॥ বাড়ি বি .সি. নগর ব্লকের বাহাদুর পাড়াতে। তার কাছে তল্লাশি চালিয়ে হিরোইন জাতীয় কিছু নেশা দ্রব্য পাওয়া যায়। তাকে উত্তম মাধ্যম দেওয়ার পর নেশা বিক্রেতার নাম ধাম ও জানিয়েছে সে, । যুবকরা সাথে সাথে বিলোনিয়া থানায় খবর দিলে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বিজয় ত্রিপুরা নামে নেশাখোরকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। এলাকায় সুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণের একটা অভিমত ব্যক্ত করেন অত্র এলাকার যুবকরা যেভাবে নেশা বিরুদ্ধে অভিযানে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ধরনের দায়িত্ব যদি সারা রাজ্যের ক্ষেত্রে যুবকরা পালন করতো তাহলে পরে রাজ্যকে নেশা মুক্ত করার ক্ষেত্রে দ্রুত সফলতা আসতো। এলাকার যুবকদের তৎপরতায় বিগত প্রায় মাস খানেক ধরে অভিযান চালিয়ে ২ থেকে ৩ জন নেশাখোর ও নেশা বিক্রেতাকে আটক করে বিলোনিয়া থানায় হাতে তুলে দেয় ।প্রশাসনের পাশাপাশি যুবকদের ভূমিকায় অত্র এলাকার জনগণ ভীষণ খুশি।

এবার পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের টিকা আনতে চলেছে ফাইজার ও মর্ডানা

নিউইয়র্ক, ২৩ মে (হি.স.): এবার পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের জন্য টিকা আনতে চলেছে ফাইজার। পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের জন্য টিকা আনতে চলেছে মর্ডানাও।

সোমবার ফাইজারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় ছ'মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুদের 'ফাইজার'-এর তিনটি টিকা দেওয়া হলে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা যাবে। এর জন্য এই সপ্তাহের শেষের দিকেই ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাটি আমেরিকার সরকারের কাছে পাঁচ বছর বয়সের নীচে শিশুদের টিকাকরণ শুরু করার আর্জি জানাবে।

অন্যদিকে, 'মর্ডানা' নামক আর এক ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে, এ গরমেই তারা পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য দু'দফায় দেওয়ার মত টিকা আনতে চলেছে।

পূর্ণবয়স্কদের প্রতিটি টিকার মাত্রা সাধারণত হয় ৩০ মাইক্রোগ্রামের। তবে ফাইজার সংস্থার দ্বারা যে ট্রায়াল করা হয়েছিল, তাতে অংশগ্রহণকারী শিশুদের দেওয়া প্রতিটি টিকা ৩ মাইক্রোগ্রামের ছিল বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের টিকার মত এই টিকাও 'ফাইজার' বানিয়েছে 'বায়োএনটেক'-এর সহযোগিতায়। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দু'টি টিকা শিশুদের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারছে না। তাই সংস্থার পক্ষ থেকে ১৬০০ জন শিশুকে তৃতীয় টিকা দেওয়া হয়। সে সমীক্ষায় দেখা যায়, তৃতীয় টিকাটি শিশুদের শরীরে করোনার হানা রুখতে বেশ কার্যকর। বিবৃতিতে 'ফাইজার'-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রাথমিক বিশ্লেষণ অনুসারে শিশুদের উপর এই টিকার কার্যকারিতা ৮০ দশমিক ৩ শতাংশ। দ্রুত অনুমোদনের জন্য এই সমীক্ষার ফলাফল এ বার 'ফাইজার' কর্তৃপক্ষ জমা দেবেন আমেরিকার 'ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (এফডিএ)-র কাছে। 'মর্ডানা' না কি 'ফাইজার', কোন সংস্থার টিকা আমেরিকায় আগে গ্রহণযোগ্যতা পাবে, সেটাই দেখার!

পুষ্টি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত জনজাতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ মে।। উপজাতি অধ্যুষিত গুটিকয়েক এলাকা গুলোতে উপজাতি গিরিবাসী অংশের কচিকাঁচারা বঞ্চিত পুষ্টি প্রকল্প থেকে। কথাটি শুনতে অবাস্তব মনে হলেও এটাই বাস্তব। আর এমনটাই চিত্র প্রত্যক্ষ করা গেল মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের অধীনে নুনাছড়া এ.ডি.সি ভিলেজের কর্ণরাম পাড়া সহ এর আশপাশ এলাকা গুলোতে।

জানা গেছে,নুনাছড়া এ.ডি.সি ভিলেজ এলাকাটি মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে প্রত্যন্ত এলাকা বলে চিহ্নিত। এই ভিলেজের অধীনেই গদাই মং কুরুই, কর্ণরামপাড়া সহ এর আশপাশ এলাকা গুলি"তে পুষ্টি প্রকল্পের জন্য ন্যূনতম একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নেই। অভিযোগ, ওইসব এলাকাগুলিতে ৩৫ থেকে ৪০ জন শিশু, প্রসূতি সম্ভাব্য মহিলা"রা পুষ্টি প্রকল্প থেকে দীর্ঘ বছরের পর বছর ধরে বঞ্চিত হয়ে আসছে। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকার কচিকাঁচা শিশু থেকে শুরু করে প্রসূতি সম্ভাব্য মায়েরা পুষ্টি প্রকল্পের অংশ নেওয়ার জন্য দীর্ঘ তিন থেকে পাঁচ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে নবজয় পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসতে হয়। যা, এক অসহ্যকর যন্ত্রণা তাদের কাছে। এ.ডি.সি প্রশাসন জগদম্বা। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা ও সবকিছু জেনে শুনে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এমনকি কচিকাঁচা শিশুরা অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ওই এলাকার কচিকাঁচা শিশুরা যেখানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যাওয়ার কথা থাকলেও সেখানে বাবা মার সাথে জুমচাষ কিংবা লাকড়ি এবং লতাপাতা পুরনো জন্য বেরিয়ে পড়ে। ওই এলাকার কচিকাঁচা শিশুরা পূর্বপুরুষ শেখানো কোন পথ অনুসরণ করে বড় হয়। ফলে শিক্ষার থেকে বঞ্চিত তেমনি সরকারি বিভিন্ন শিশু প্রকল্প থেকেও তারা বঞ্চিত।

তবে প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি শিশুরা পুষ্টি প্রকল্প থেকে যে বঞ্চিত হয়ে আসছে তা আবারও প্রমাণিত হলো। তবে ওই এলাকার জনজাতি অংশের মানুষ হাজার চাইছে সরকার যেন তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

সোমবার ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে সুদীপ বর্মনের নেতৃত্বে দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কংগ্রেসের মিছিল। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।